EHSANUL HOQUE SAJID

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

প্রকৃতির নিদর্শন

প্রকৃতি ও জীবনের
কুড়িটি ভাবনা

লেখক

ইহছানুল হক ছাজিদ

এআই-এর সহযোগিতায়

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

প্রকৃতির নিদর্শন

প্রকৃতি ও জীবনের কুড়িটি ভাবনা

লেখক

ইহছানুল হক ছাজিদ

এআই-এর সহযোগিতায় প্রস্তুত; ভাবনা ও নির্দেশনা: ইহছানুল হক ছাজিদ

কি ছু ক থা

ভূমিকা

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেখানে প্রতিদিন কত কিছুই না ঘটছে—আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরছে, ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছে, বীজ থেকে গাছ জন্ম নিচ্ছে, মৌমাছি মধু জমাচ্ছে। এসব আমাদের এত পরিচিত যে থেমে ভাবার সুযোগই হয় না। অথচ কুরআন বারবার এগুলোর দিকেই আমাদের দৃষ্টি ফেরায়—এগুলো আল্লাহর নিদর্শন।

"প্রকৃতির নিদর্শন" সেই থেমে ভাবারই একটি প্রয়াস। এতে বৃষ্টি, বাতাস, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, ঋতু, ফুল, ফল, মৌমাছি, পিঁপড়া, পাখি ও বীজের মতো প্রকৃতির চেনা দৃশ্য নিয়ে কুড়িটি স্বতন্ত্র লেখা আছে। সঙ্গে আছে মানুষের সৃষ্টি, গীবত ও নিজেকে সংশোধনের মতো জীবনঘনিষ্ঠ কয়েকটি ভাবনা।

প্রতিটি লেখা আলাদা, তাই যেকোনো লেখা থেকে পড়া শুরু করা যায়। প্রতিটির সূচনা একটি পরিচিত দৃশ্য দিয়ে; তারপর কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর হাদিসের আলোয় সেই দৃশ্যের ভেতরের শিক্ষা খুঁজে নেওয়া হয়েছে—যাতে পাঠক শুধু পড়ে না যান, নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে পারেন।

লেখাগুলো আমার ভাবনা ও নির্দেশনার আলোকে এআই-এর সহযোগিতায় তৈরি। আমার চাওয়া খুব সহজ—এই বইয়ের কোনো একটি লাইন পড়ে পাঠক যদি একদিন বৃষ্টির দিকে, একটি চারাগাছের দিকে বা ভোরের আকাশের দিকে একটু বেশি মনোযোগ নিয়ে তাকান, আর মনে মনে বলে ওঠেন—সুবহানাল্লাহ—তাহলেই এই প্রয়াস সার্থক। আল্লাহ কবুল করুন। আ-মীন।

ইহছানুল হক ছাজিদ

লেখক

বিষয়সূচি

	ভূমিকা	৩
১	বৃষ্টি — আল্লাহর রহমতের বর্ষণ	৫
২	একটি ছোট্ট বীজ	৯
৩	বাতাস — অদৃশ্য এক নিয়ামত	১২
৪	নদীর প্রবাহ ও জীবনের শিক্ষা	১৬
৫	ভোরের আলো ও ফজরের বরকত	১৯
৬	রাত ও দিনের পরিবর্তন	২৩
৭	শীতের কুয়াশা, গরমের রোদ, বর্ষার বৃষ্টি — ছয় ঋতুতে আল্লাহর কুদরত	২৭
৮	সমুদ্রের ঢেউ ও আল্লাহর মহিমা	৩০
৯	রাতের নীরবতা ও তাহাজ্জুদের আহ্বান	৩৩
১০	ফুলের সৌন্দর্য — সৃষ্টিকর্তার শিল্পকর্ম	৩৭
১১	মৌসুমী ফল ও আল্লাহর রিযিকের ব্যবস্থা	৪০
১২	পাহাড় — পৃথিবীর ভারসাম্যের নিদর্শন	৪৩
১৩	মৌমাছি ও মধু — কুরআনের বিস্ময়কর শিক্ষা	৪৬
১৪	পিঁপড়া — পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও দলগত কাজ	৪৯
১৫	রাত ও দিন — পরিবর্তনের মধ্যে বিশ্রাম, কর্ম ও আল্লাহর নিদর্শন	৫২
১৬	পাখি — আকাশে উড্ডয়নের বিস্ময়	৫৬
১৭	মানুষের সৃষ্টি — নিজের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবনা	৬০
১৮	গীবত — অন্যের অনুপস্থিতিতে জিহ্বার পরীক্ষা	৬৪
১৯	নিজেকে সংশোধন — পরিবর্তন শুরু হয় নিজের ভেতর থেকে	৬৮
২০	বীজ থেকে বৃক্ষ — মৃত মাটি থেকে জীবনের বিস্ময়	৭৩
	উদ্ধৃত সূত্রসমূহ	৭৮

লে খা ১

বৃষ্টি

১

আল্লাহর রহমতের বর্ষণ

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বৃষ্টির শিক্ষা

আষাঢ়ের বিকেল। আকাশজুড়ে ধূসর মেঘের চাদর। দূরে কোথাও মৃদু বজ্রের গর্জন, আর চারপাশে শুধু রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ। জানালার পাশে বসে কেউ এক কাপ চা হাতে নীরবে বৃষ্টি দেখছে, কেউ বই পড়ছে, কেউ আবার স্রষ্টার সৃষ্টি দেখে গভীর চিন্তায় ডুবে যাচ্ছে। বৃষ্টি মানুষের মনে এক ধরনের প্রশান্তি এনে দেয়। কিন্তু একজন মুমিনের কাছে বৃষ্টি শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়; এটি আল্লাহর এক মহান নিদর্শন, তাঁর রহমতের স্পর্শ এবং তাঁর অসীম ক্ষমতার জীবন্ত প্রমাণ।

কুরআনে বৃষ্টি সম্পর্কে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বারবার মানুষের দৃষ্টি আকাশের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, যেন তারা বুঝতে পারে—এক ফোঁটা বৃষ্টিও মানুষের ক্ষমতায় নয়; সবই মহান রবের ইচ্ছায়।

আল্লাহ বলেন,

> তিনিই সেই সত্তা, যিনি মানুষের নিরাশ হওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই অভিভাবক, সর্বাধিক প্রশংসিত।
>
> — সূরা আশ-শূরা, ৪২:২৮

কতবার এমন হয়েছে, দীর্ঘ খরায় ফসল শুকিয়ে গেছে, নদী-খাল সংকুচিত হয়েছে, মানুষের চোখে হতাশা নেমে এসেছে। তারপর একদিন আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টি নেমেছে, আর মৃতপ্রায় পৃথিবী আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তাই কুরআন বৃষ্টিকে শুধু "পানি" বলে না; একে আল্লাহর রহমত বলে।

আল্লাহ আরও বলেন,

> আমি আকাশ থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করি। অতঃপর এর দ্বারা উদ্যান সৃষ্টি করি এবং শস্য উৎপন্ন করি।
>
> — সূরা কাফ, ৫০:৯

আমরা প্রতিদিন যে ভাত খাই, ফল খাই, শাকসবজি খাই—সবকিছুর পেছনে রয়েছে আকাশ থেকে নেমে আসা এই বরকতময় পানি। মানুষ বীজ বপন করতে পারে, জমি চাষ করতে পারে; কিন্তু আকাশ থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টি নামানোর ক্ষমতা কারও নেই।

কুরআনে বারবার একটি দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে—শুষ্ক, প্রাণহীন জমিন। তারপর বৃষ্টি নেমেছে। মুহূর্তেই সেই মাটি সজীব হয়ে উঠেছে, ঘাস গজিয়েছে, ফুল ফুটেছে, ফসল দুলছে। আল্লাহ বলেন,

> তুমি ভূমিকে শুষ্ক দেখতে পাও। তারপর যখন আমি তার ওপর পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত হয়, স্ফীত হয় এবং সব ধরনের মনোরম উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।
>
> — সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৫

এই দৃশ্য দেখিয়ে আল্লাহ মানুষকে আরেকটি বড় সত্য শেখান। যেমন মৃত জমিন আবার জীবিত হয়, তেমনি কিয়ামতের দিন মৃত মানুষকেও তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেন। তাই বৃষ্টি শুধু কৃষির গল্প নয়; এটি আখিরাতেরও শিক্ষা।

কুরআনে আরও এসেছে,

> আমি আকাশ থেকে পরিমিত পরিমাণে পানি বর্ষণ করি।
>
> — সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩:১৮

অর্থাৎ বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা নির্ধারিত। কোথায় কতটুকু বৃষ্টি হবে, কখন হবে, কতক্ষণ হবে—সবই আল্লাহর নির্ভুল পরিকল্পনার অংশ। আধুনিক বিজ্ঞান মেঘ, বাষ্পীভবন ও জলচক্রের ব্যাখ্যা দিতে পারে; কিন্তু সেই নিয়মের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক যে আল্লাহ, কুরআন বারবার সেটিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল্লাহ আরও প্রশ্ন করেন,

> তোমরা কি সেই পানির কথা ভেবেছ, যা তোমরা পান কর? তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামাও, নাকি আমিই তা বর্ষণ করি?
>
> — সূরা আল-ওয়াকিআহ, ৫৬:৬৮–৭০

এই প্রশ্নের উত্তর মানুষ জানে। প্রযুক্তি যত উন্নতই হোক, মানুষ কৃত্রিমভাবে মেঘ তৈরি করে সমগ্র পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে না। মানুষ কেবল চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু প্রকৃত মালিক ও নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ।

তবে কুরআন আমাদের এটাও শিক্ষা দেয় যে, সব বৃষ্টি একই অর্থ বহন করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃষ্টি রহমত ও বরকত হলেও, কিছু অবাধ্য জাতির ওপর আল্লাহ শাস্তিস্বরূপ ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন। নবী লূত (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়ের ওপর পাথরের বৃষ্টি নেমেছিল। তাই একজন মুমিন বৃষ্টি দেখলে আনন্দিত হয়, আবার বিনয় ও ভয়ও অনুভব করে —যেন আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত না হয়।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর জীবনেও বৃষ্টির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। বৃষ্টি শুরু হলে তিনি বলতেন,

> اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا
>
> অর্থ
>
> হে আল্লাহ! এই বৃষ্টিকে উপকারী বৃষ্টি বানিয়ে দিন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি

এটি ছিল তাঁর শিক্ষা—শুধু বৃষ্টি চাওয়া নয়, উপকারী বৃষ্টি চাওয়া। কারণ অতিবৃষ্টি যেমন ক্ষতির কারণ হতে পারে, তেমনি অনাবৃষ্টিও মানুষের জন্য কষ্টের।

একবার বৃষ্টি নামলে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم তাঁর কাপড়ের কিছু অংশ সরিয়ে বৃষ্টির পানি শরীরে লাগিয়েছিলেন। সাহাবিরা কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন,

> কারণ এটি তার প্রতিপালকের কাছ থেকে সদ্য এসেছে।
>
> — সহিহ মুসলিম

কী অপূর্ব অনুভূতি! যে বৃষ্টিকে আমরা কখনো শুধু আবহাওয়ার ঘটনা মনে করি, নবী صلى الله عليه وسلم সেটিকে আল্লাহর রহমতের স্পর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

আর যখন অতিবৃষ্টিতে মানুষের কষ্ট হচ্ছিল, তখন তিনি দোয়া করেছিলেন,

> হে আল্লাহ! আমাদের চারপাশে বর্ষণ করুন, আমাদের ওপর (ক্ষতিকরভাবে) নয়।

আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং বৃষ্টি মানুষের বসতি থেকে সরে গিয়ে আশপাশে বর্ষিত হয়েছিল। (সহিহ আল-বুখারি)

হাদিসে আরও এসেছে, বৃষ্টির সময় দোয়া কবুল হওয়ার আশা বেশি থাকে। তাই বৃষ্টি নামলে একজন মুমিনের উচিত দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

বৃষ্টি আমাদের বিনয় শেখায়। আকাশ থেকে টুপটাপ ঝরে পড়া প্রতিটি ফোঁটা যেন বলে —"তোমরা যত শক্তিশালী ভাবো নিজেকে, একটি ফোঁটা পানিও সৃষ্টি করতে পারো না।" আবার প্রতিটি ফোঁটা যেন আশা দেয়—"যিনি মৃত জমিনকে জীবিত করেন, তিনি ভাঙা হৃদয়ও জীবিত করতে পারেন।"

তাই পরেরবার যখন জানালার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়বে, অথবা টিনের চালে রিমঝিম শব্দ উঠবে, তখন শুধু আবহাওয়া উপভোগ করলেই হবে না। মনে মনে বলুন, "আলহামদুলিল্লাহ।" নবী صلى الله عليه وسلم-এর শেখানো দোয়া পড়ুন, নিজের জন্য, পরিবার, দেশ, উম্মাহ এবং সমগ্র মানবতার জন্য দোয়া করুন। কারণ এই বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটায় রয়েছে আল্লাহর কুদরতের সাক্ষ্য, তাঁর রহমতের বার্তা এবং সেই রবের আহ্বান—যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে মৃত পৃথিবীকে জীবিত করেন, আর একদিন একইভাবে মৃত মানুষকেও পুনরুত্থিত করবেন।

বৃষ্টি তাই কেবল ঋতুর সৌন্দর্য নয়; এটি ঈমানকে জাগ্রত করার একটি আয়াত, হৃদয়কে নরম করার একটি উপদেশ এবং মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক অপূর্ব উপলক্ষ।

লে খা ২

একটি ছোট্ট বীজ

২

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বীজ, বৃক্ষ ও ঈমানের শিক্ষা

আষাঢ়ের এক স্নিগ্ধ সকালে ভেজা মাটির বুকে একটি ছোট্ট সবুজ অঙ্কুর মাথা তুলেছে। কয়েকদিন আগেও এখানে ছিল শুধু একটি ছোট বীজ। তাকে দেখলে কেউ ভাবেনি, তার বুকের ভেতর লুকিয়ে আছে এক বিশাল বৃক্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু মাটির অন্ধকারে, বৃষ্টির পানিতে আর আল্লাহর অদৃশ্য হুকুমে সেই নিস্তব্ধ বীজটি একদিন প্রাণ পেল। ধীরে ধীরে দুটি কচি পাতা বের হলো, তারপর একটি ছোট্ট চারা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চারাই একদিন ছায়াদানকারী বৃক্ষে পরিণত হবে। তার ডালে পাখি বাসা বাঁধবে, ক্লান্ত পথিক বিশ্রাম নেবে, মানুষ ফল খাবে, আর অসংখ্য প্রাণী উপকৃত হবে।

এই দৃশ্যটি আমরা প্রায়ই দেখি, কিন্তু খুব কম মানুষই ভাবি—একটি শক্ত, শুষ্ক, প্রাণহীন বীজের ভেতরে কে এমন বিস্ময়কর জীবন লুকিয়ে রেখেছেন?

কুরআন আমাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> নিশ্চয়ই আল্লাহ বীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদ্গম ঘটান। তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনিই আল্লাহ। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?
>
> — সূরা আল-আনআম, ৬:৯৫

একটি বীজ নিজে নিজে জানে না কখন অঙ্কুরিত হতে হবে। মাটিও তাকে জন্ম দিতে পারে না। বৃষ্টির পানিও নিজের ইচ্ছায় জীবন সৃষ্টি করে না। সবকিছুর পেছনে রয়েছে এক মহান স্রষ্টার নির্দেশ। তিনি চাইলে হাজার বছর একটি বীজ মাটিতে পড়ে থাকতে পারে, আবার চাইলে কয়েক দিনের মধ্যেই তা সবুজ হয়ে উঠতে পারে।

কুরআনে আল্লাহ বারবার আকাশ থেকে বর্ষিত পানির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

> আমি আকাশ থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করি। অতঃপর এর দ্বারা উদ্যান সৃষ্টি করি, শস্য উৎপন্ন করি এবং সুউচ্চ খেজুরগাছ, যার গুচ্ছবদ্ধ ফল রয়েছে—বান্দাদের রিজিক হিসেবে। আর এ পানি দ্বারা আমি মৃত ভূমিকে জীবিত করি।
>
> — সূরা কাফ, ৫০:৯–১১

কী আশ্চর্য! একটি বীজের জন্মের সঙ্গে আল্লাহ রিজিক, রহমত এবং পুনর্জীবনের শিক্ষা একসঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন।

আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

> তোমরা কি সেই বীজের কথা ভেবেছ, যা তোমরা বপন কর? তোমরাই কি তা উৎপন্ন কর, নাকি আমিই উৎপন্ন করি?
>
> — সূরা আল-ওয়াকিআহ, ৫৬:৬৩–৬৪

এ আয়াত মানুষের অহংকার ভেঙে দেয়। কৃষক বীজ বপন করেন, জমি চাষ করেন, পানি দেন, পরিচর্যা করেন। কিন্তু একটি বীজকে জীবিত করার ক্ষমতা তাঁর নেই। সেই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

একটি ছোট্ট বীজ আমাদের আরেকটি বড় শিক্ষা দেয়—মহৎ পরিবর্তন সবসময় ছোট থেকেই শুরু হয়।

আজ যে বিশাল বটগাছ শত শত মানুষকে ছায়া দিচ্ছে, তার শুরু ছিল একটি ক্ষুদ্র বীজ। তেমনি একজন আলেম, একজন হাফেজ, একজন সৎ মানুষ কিংবা একটি কল্যাণকর আন্দোলনের সূচনাও হয় একটি ছোট সিদ্ধান্ত, একটি ছোট আমল, একটি ছোট ইখলাস থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোট ছোট নেক আমলের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন,

> আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সেই আমল, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।
>
> — সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিম

একটি বীজ যেমন প্রতিদিন একটু একটু করে বেড়ে ওঠে, তেমনি ঈমানও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়—প্রতিদিনের সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দোয়া এবং সৎকর্মের মাধ্যমে।

বৃক্ষের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্কও গভীর। রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> যদি কোনো মুসলিম একটি গাছ রোপণ করে বা ফসল ফলায়, তারপর তা থেকে কোনো মানুষ, পাখি বা প্রাণী আহার করে, তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, সহিহ মুসলিম

ভাবুন, আপনি একটি গাছ লাগালেন। বহু বছর পরও যদি কেউ তার ফল খায়, তার ছায়ায় বিশ্রাম নেয় কিংবা একটি পাখি তার ডালে বসে—তবুও আপনার আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকবে। একটি বীজ তখন শুধু বৃক্ষ নয়, সদকায়ে জারিয়ায় পরিণত হয়।

কুরআনে আল্লাহ একটি সুন্দর উপমাও দিয়েছেন। তিনি বলেন,

> একটি উত্তম কথার উপমা হলো একটি উত্তম বৃক্ষের মতো, যার মূল সুদৃঢ় এবং যার শাখা আকাশে পৌঁছেছে। সে তার প্রতিপালকের অনুমতিতে সর্বদা ফল দেয়।
>
> — সূরা ইবরাহিম, ১৪:২৪–২৫

একজন মুমিনও এমনই হওয়া উচিত। তার ঈমান হবে বৃক্ষের শিকড়ের মতো দৃঢ়, তার চরিত্র হবে ছায়ার মতো প্রশান্তিদায়ক, আর তার কথা ও কাজ হবে ফলের মতো উপকারী।

একটি বীজের জীবন আমাদের আখিরাতের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। যে বীজকে আমরা মৃত মনে করি, আল্লাহ তাকে আবার জীবিত করেন। তেমনি কবরে শায়িত মানুষকেও তিনি কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত করবেন। তাই একটি অঙ্কুর শুধু একটি গাছের জন্ম নয়; এটি পুনরুত্থানেরও একটি নিদর্শন।

আজ যখন কোনো ছোট্ট চারাগাছের দিকে তাকাবেন, তখন শুধু একটি গাছ দেখবেন না। দেখবেন আল্লাহর কুদরতের এক জীবন্ত নিদর্শন। মনে রাখবেন, একটি বীজের ভেতরে যেমন একটি বন লুকিয়ে থাকতে পারে, তেমনি একটি আন্তরিক দোয়া, একটি ছোট নেক আমল, একটি সুন্দর কথা কিংবা একটি সৎ উদ্যোগের ভেতরও লুকিয়ে থাকতে পারে অসংখ্য কল্যাণের সূচনা।

হয়তো পৃথিবী বদলে দেওয়ার জন্য সবসময় বিশাল কিছু প্রয়োজন হয় না। কখনো কখনো একটি বীজই যথেষ্ট—যদি তার ওপর আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি নেমে আসে।

লে খা ৩

বাতাস

অদৃশ্য এক নিয়ামত

কুরআনের আলোকে বাতাস, ঝড়, পরাগায়ণ ও বৃষ্টির গল্প

একটি বিকেল। গাছের পাতাগুলো ধীরে ধীরে দুলছে। হালকা বাতাস মুখে এসে লাগছে, অথচ তাকে দেখা যাচ্ছে না। কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারে না, ধরে রাখতে পারে না; কিন্তু সবাই তার উপস্থিতি অনুভব করে। কখনো সে মৃদু পরশ হয়ে ক্লান্ত মনকে প্রশান্ত করে, কখনো কালবৈশাখীর রূপ নিয়ে প্রকৃতিকে কাঁপিয়ে দেয়। কখনো সে মেঘকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যায়, আবার কখনো ফুলের পরাগ বহন করে নতুন জীবনের সূচনা ঘটায়।

অদ্ভুত বিষয় হলো—যে বাতাসকে আমরা প্রতিদিন অনুভব করি, তার কথা কুরআনে বহুবার এসেছে। আল্লাহ তাআলা বাতাসকে শুধু প্রকৃতির একটি উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেননি; বরং এটিকে তাঁর কুদরত, রহমত এবং নিখুঁত পরিকল্পনার এক মহান নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ বলেন,

> আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে—তিনি সুসংবাদবাহী বাতাস পাঠান, যাতে তিনি তোমাদের তাঁর রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান...
>
> — সূরা আর-রূম, ৩০:৪৬

এই "সুসংবাদ" কী ? তাফসিরবিদরা বলেন, বৃষ্টির আগমনী বার্তা। আকাশে মেঘ জমার আগে বাতাস বইতে শুরু করে। যেন আল্লাহ পৃথিবীকে জানিয়ে দেন—রহমত আসছে।

আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহ বাতাস পাঠান। অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। তারপর তিনি যেভাবে চান তা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং খণ্ড-বিখণ্ড করেন। এরপর তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে বৃষ্টি বের হয়ে আসে।
>
> — সূরা আর-রূম, ৩০:৪৮

আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে, বাতাসই জলীয় বাষ্প বহন করে, মেঘকে স্থানান্তরিত করে এবং বৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করে। চৌদ্দশ বছর আগে কুরআন মানুষের দৃষ্টি সেই দিকেই আকর্ষণ করেছিল—এই সুবিন্যস্ত ব্যবস্থার পেছনে রয়েছেন এক সর্বশক্তিমান স্রষ্টা।

বাতাস শুধু বৃষ্টির দূত নয়; এটি পৃথিবীর জীবনেরও একটি অপরিহার্য অংশ।

আল্লাহ বলেন,

> আর আমি প্রেরণ করি পরাগবাহী বাতাস। অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করাই।
>
> — সূরা আল-হিজর, ১৫:২২

এ আয়াতটি গভীরভাবে চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। আজ আমরা জানি, বহু উদ্ভিদের পরাগায়ণে বাতাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে পৌঁছে দেয়, ফলে সৃষ্টি হয় ফল, শস্য ও নতুন জীবন। কুরআন বহু শতাব্দী আগেই বাতাসকে "পরাগবাহী" বলে উল্লেখ করেছে।

আমরা যখন একটি আমগাছ, ধানের ক্ষেত বা ফুলে ভরা বাগান দেখি, তখন হয়তো শুধু ফল বা ফুল দেখি। কিন্তু এর পেছনে নীরবে কাজ করে চলেছে সেই অদৃশ্য বাতাস, যাকে আল্লাহ তাঁর নির্ধারিত দায়িত্ব দিয়েছেন।

বাতাস আমাদের আরেকটি বড় শিক্ষা দেয়—সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চোখে দেখা যায় না।

আমরা বাতাস দেখি না, কিন্তু তার প্রভাব দেখি। ঠিক তেমনি আমরা আল্লাহকে দুনিয়ায় দেখি না, কিন্তু তাঁর নিদর্শন প্রতিটি মুহূর্তে দেখতে পাই। বাতাস যেন মানুষকে শেখায়, অদৃশ্য হওয়া

মানেই অস্তিত্বহীন হওয়া নয়।

তবে বাতাস সবসময় কোমল থাকে না। যখন মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, তখন এই বাতাসই আল্লাহর শাস্তির মাধ্যম হয়ে ওঠে।

কুরআনে বর্ণিত আছে, নবী হূদ (আলাইহিস সালাম)-এর কওম 'আদ সত্যকে অস্বীকার করেছিল। তখন আল্লাহ তাদের ওপর ভয়ংকর ঝঞ্ঝাবাতাস পাঠিয়েছিলেন।

আল্লাহ বলেন,

> আর 'আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড, প্রচণ্ড শীতল ঝঞ্ঝাবাতাস দ্বারা। তিনি তা তাদের ওপর একটানা সাত রাত ও আট দিন প্রবাহিত করেছিলেন।
>
> — সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:৬–৭

যে বাতাস মানুষের জন্য স্বস্তি বয়ে আনে, সেই বাতাসই আল্লাহর আদেশে শাস্তিতে পরিণত হতে পারে। তাই একজন মুমিন বাতাসের মৃদু পরশে যেমন আল্লাহর রহমত স্মরণ করে, তেমনি প্রবল ঝড়ে তাঁর শক্তিকেও স্মরণ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও বাতাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। প্রবল বাতাস বইলে তিনি দোয়া করতেন,

> হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এই বাতাসের কল্যাণ চাই, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ চাই এবং যে উদ্দেশ্যে একে পাঠানো হয়েছে তার কল্যাণ চাই। আর এর অনিষ্ট থেকে, এর মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে এবং যে উদ্দেশ্যে একে পাঠানো হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই।
>
> — সহিহ মুসলিম

তিনি আরও শিক্ষা দিয়েছেন, বাতাসকে গালি দেওয়া যাবে না। কারণ বাতাস নিজের ইচ্ছায় প্রবাহিত হয় না; এটি আল্লাহর আদেশ পালন করে।

একবার আয়িশা (রা.) বলেন, আকাশে মেঘ বা বাতাসের পরিবর্তন দেখলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠত। কারণ তিনি ভয় করতেন—এটি

কোনো শাস্তির সূচনা কি না। আবার বৃষ্টি নেমে গেলে তিনি স্বস্তি অনুভব করতেন।

আজ আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখি, ঝড়ের খবর শুনি, বাতাসের গতি মাপি। এগুলো জ্ঞান ও গবেষণার অংশ, যা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু এসব জ্ঞান যেন আমাদের স্রষ্টাকে ভুলিয়ে না দেয়। কারণ বাতাসের প্রতিটি প্রবাহ, প্রতিটি ঝাপটা, প্রতিটি দমকা হাওয়া আল্লাহরই নির্ধারিত নিয়মে চলছে।

পরেরবার যখন বিকেলের মৃদু বাতাস আপনার মুখে এসে লাগবে, একটু থেমে ভাবুন—এই বাতাসকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, তবু সে আপনাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতও নীরবে আমাদের ঘিরে আছে। আমরা অনেক সময় সেগুলো অনুভব করি, কিন্তু উপলব্ধি করি না।

বাতাস তাই শুধু প্রকৃতির একটি উপাদান নয়। এটি আল্লাহর রহমতের বার্তাবাহক, বৃষ্টির অগ্রদূত, ফুলের পরাগবাহী, জীবনের সহায়ক, কখনো সতর্কবার্তা, আবার কখনো তাঁর অসীম কুদরতের নীরব সাক্ষী। একজন মুমিনের জন্য প্রতিটি বাতাসের স্পর্শ তাই একটি স্মরণিকা —এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অদৃশ্য শক্তিও একমাত্র আল্লাহর আদেশেই পরিচালিত হয়।

লে খা ৪

নদীর প্রবাহ ও জীবনের শিক্ষা

৪

কুরআনের আলোকে নদী, সময়, ধৈর্য ও আল্লাহর নিয়ামত

ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই নদীটি যেন নতুন করে জেগে ওঠে। সূর্যের সোনালি আলো জলের বুকে পড়ে চিকচিক করে ওঠে। কোথাও একজন জেলে নৌকা বেয়ে চলেছেন, কোথাও নদীর তীরে শিশুরা খেলছে। নদী থেমে নেই। দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষা-শরৎ—সে শুধু বয়ে চলেছে। শত বাধা, শত বাঁক, পাথর, চর আর স্রোতের পরিবর্তন পেরিয়ে নদী তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়।

কুরআনে নদীর কথা অসংখ্যবার এসেছে। কখনো পৃথিবীর নিয়ামত হিসেবে, কখনো জান্নাতের নেয়ামত হিসেবে, আবার কখনো আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন হিসেবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তারপর তা উপত্যকায় তাদের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী প্রবাহিত হয়।
>
> — সূরা আর-রা'দ, ১৩:১৭

একটি ছোট খাল, একটি বড় নদী কিংবা বিশাল সমুদ্র—প্রতিটি জলধারা আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে প্রবাহিত হচ্ছে। মানুষ নদীর গতিপথ কিছুটা পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু নদীর মূল ব্যবস্থা ও তার উৎসের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

কুরআনে আরেকটি গভীর উপমা দেওয়া হয়েছে। একই আয়াতে আল্লাহ বলেন, পানির ওপর ফেনা ভেসে ওঠে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তা মিলিয়ে যায়। আর যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিনে থেকে যায়।

এটি শুধু নদীর বর্ণনা নয়; এটি সত্য ও মিথ্যার উপমা। মিথ্যা অনেক সময় ফেনার মতো বড় মনে হয়, কিন্তু তা স্থায়ী নয়। সত্য নদীর স্বচ্ছ জলের মতো—নীরব, উপকারী এবং দীর্ঘস্থায়ী।

নদী আমাদের ধৈর্য শেখায়।

একটি নদী কখনো সোজা পথে চলে না। কোথাও বাঁক নেয়, কোথাও গতি কমে, কোথাও প্রবল স্রোতে ছুটে চলে। কিন্তু সে থেমে যায় না। মানুষের জীবনও তেমনই। কখনো সুখ, কখনো দুঃখ,

কখনো সাফল্য, কখনো ব্যর্থতা—সবকিছু পেরিয়েও যে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে এগিয়ে চলে, সেই-ই শেষ পর্যন্ত সফল হয়।

আল্লাহ বলেন,

> নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৩

নদী সময়ের মূল্যও শেখায়।

গতকালের যে পানি নদী দিয়ে বয়ে গেছে, তা আর কখনো ফিরে আসে না। ঠিক তেমনি মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না।

এ কারণেই আল্লাহ সময়ের শপথ করে বলেন,

> সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।
>
> — সূরা আল-আসর, ১০৩:১–৩

নদীর প্রতিটি ঢেউ যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের সময়ও এভাবেই বয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিটি দিনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজে লাগানোই একজন মুমিনের প্রকৃত প্রজ্ঞা।

কুরআনে নদীকে আল্লাহর এক মহা নিয়ামত হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> তিনি নদীগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।
>
> — সূরা ইবরাহিম, ১৪:৩২

নদীর পানি মানুষ পান করে, জমিতে সেচ দেয়, মাছ আহরণ করে, নৌপথে চলাচল করে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। একটি নদী শুধু পানি নয়; এটি সভ্যতার প্রাণ।

কিন্তু কুরআনে সবচেয়ে সুন্দর নদীর বর্ণনা এসেছে জান্নাতের প্রসঙ্গে।

আল্লাহ বলেন,

> মুত্তাকীদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের উদাহরণ হলো—সেখানে রয়েছে নির্মল পানির নদী, যার স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হবে না; দুধের নদী, যার স্বাদ অপরিবর্তিত; পানকারীদের জন্য সুস্বাদু পানীয়ের নদী এবং পরিশোধিত মধুর নদী।
>
> — সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:১৫

পৃথিবীর নদী কখনো শুকিয়ে যায়, কখনো দূষিত হয়, কখনো প্লাবন আনে। কিন্তু জান্নাতের নদী চিরস্থায়ী, নির্মল এবং পরিপূর্ণ নেয়ামতের প্রতীক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও নদীর প্রসঙ্গে একটি অসাধারণ উপমা দিয়েছেন।

তিনি বলেন,

> তোমাদের কারও বাড়ির সামনে যদি একটি নদী থাকে এবং সে যদি প্রতিদিন পাঁচবার তাতে গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে?" সাহাবিগণ বললেন, "না।" তখন তিনি বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও এমনই; এর মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ মুছে দেন।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, সহিহ মুসলিম

কী অপূর্ব উপমা! নদী যেমন শরীরের ময়লা ধুয়ে দেয়, তেমনি নিয়মিত সালাত মানুষের আত্মাকে পাপের কলুষতা থেকে পরিশুদ্ধ করে।

নদী আমাদের আরও একটি শিক্ষা দেয়—উপকারী হতে হলে চলমান থাকতে হয়।

স্থির পানি একসময় দূষিত হয়ে যায়, কিন্তু প্রবাহমান পানি সতেজ থাকে। তেমনি যে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে, সৎকাজ করে, অন্যকে উপকার করে এবং আল্লাহর পথে এগিয়ে চলে, তার জীবনও কল্যাণময় হয়ে ওঠে। আর যে স্থবির হয়ে পড়ে, সে নিজের সম্ভাবনাকেই নষ্ট করে।

পরেরবার যখন কোনো নদীর তীরে দাঁড়াবেন, শুধু তার সৌন্দর্য দেখবেন না। দেখবেন সময়ের প্রবাহ, ধৈর্যের শিক্ষা, সত্যের উপমা এবং আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের এক জীবন্ত চিত্র।

কারণ নদী শুধু পানি বহন করে না; সে বহন করে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন, জীবনের শিক্ষা এবং সেই চিরন্তন আহ্বান—থেমে যেও না। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে নদীর মতোই অবিরাম এগিয়ে চলো, যতক্ষণ না পৌঁছে যাও তোমার প্রকৃত গন্তব্যে।

লে খা ৫

ভোরের আলো ও ফজরের বরকত

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি নতুন দিনের সূচনা

রাতের গভীর নীরবতা ধীরে ধীরে ভাঙছে। পূর্ব আকাশে লাল আভা ফুটতে শুরু করেছে। পাখিরা একে একে ডাকছে, শিশিরভেজা ঘাসের ওপর প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়েছে। চারপাশে এক অপার্থিব প্রশান্তি। পৃথিবী যেন নতুন করে শ্বাস নিচ্ছে। অধিকাংশ মানুষ তখনও ঘুমে অচেতন, কিন্তু কিছু সৌভাগ্যবান বান্দা ইতোমধ্যেই সিজদায় মাথা রেখে তাদের রবের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছেন। এরপর মসজিদ থেকে ভেসে আসে সেই পরিচিত আহ্বান—"আস-সালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম"—"ঘুমের চেয়ে সালাত উত্তম।"

দিনের শুরুটা কেমন হবে, অনেক সময় পুরো দিনের গতিপথও তার ওপর নির্ভর করে। তাই ইসলাম দিনের সূচনাকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। একজন মুমিনের সকাল শুধু সূর্যোদয়ের অপেক্ষা নয়; বরং ফজরের সালাত, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর স্মরণ দিয়ে নতুন জীবনের সূচনা।

আল্লাহ তাআলা ফজরের বিশেষ মর্যাদা বোঝাতে কুরআনে শপথ করেছেন।

> শপথ ফজরের।
>
> — সূরা আল-ফাজর, ৮৯:১

আল্লাহ যখন কোনো কিছুর শপথ করেন, তখন তা তার বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে। ফজরের সময় এমন একটি মুহূর্ত, যখন রাত বিদায় নেয়, দিন শুরু হয়, আর প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টি যেন নতুন প্রাণ ফিরে পায়।

আল্লাহ আরও বলেন,

> সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে তোমার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর।
>
> — সূরা ক্বাফ, ৫০:৩৯

মুফাসসিরগণ বলেছেন, এখানে সূর্যোদয়ের আগের তাসবিহ ও ইবাদতের মধ্যে ফজরের সালাত বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত।

আরও একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

> নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন (ফজরের সালাতে কুরআন তিলাওয়াত) সাক্ষ্যপ্রাপ্ত।
>
> — সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭৮

অর্থাৎ, ফজরের সময় ফেরেশতারা উপস্থিত থাকেন। সহিহ হাদিসে এসেছে, রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতা ফজরের সময় একত্রিত হন। এরপর তারা আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে সাক্ষ্য দেন যে, তাঁরা বান্দাদের সালাতরত অবস্থায় পেয়েছেন। (সহিহ আল-বুখারি, সহিহ মুসলিম)

ভাবুন, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আপনার নামও যদি ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে এমন সাক্ষ্যের সঙ্গে পেশ করেন—এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে!

ফজরের সময়কে কুরআন বরকতের সময় হিসেবেও ইঙ্গিত করেছে। কারণ এ সময় থেকেই মানুষের রিজিকের জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সময়ের জন্য বিশেষ দোয়া করেছেন। তিনি বলেছেন,

> হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য সকালবেলার সময়ের মধ্যে বরকত দান করুন।
>
> — সুনান আবু দাউদ, সুনান আত-তিরমিজি (হাদিসটি হাসান)

তাই নবী ﷺ যখন কোনো প্রতিনিধি দল পাঠাতেন বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করতেন, তখন দিনের প্রথম ভাগেই তা করতেন।

আজকের পৃথিবীতে অনেক মানুষ রাত জেগে থাকে, সকাল পর্যন্ত ঘুমায়, তারপর অভিযোগ করে—সময় পাই না, কাজে বরকত নেই, মন সতেজ থাকে না। অথচ রাসূল صلى الله عليه وسلم আমাদের শিখিয়েছেন, বরকত লুকিয়ে আছে দিনের শুরুতে।

ফজরের সালাত একজন মুমিনের ঈমানেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারী সালাত হলো ইশা ও ফজরের সালাত। তারা যদি জানত এ দুই সালাতে কী ফজিলত রয়েছে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হতো।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, সহিহ মুসলিম

অন্য এক হাদিসে তিনি বলেছেন,

> যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে।
>
> — সহিহ মুসলিম

কী গভীর আশ্বাস! দিনের শুরুতেই যে বান্দা আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়, আল্লাহ তাকে নিজের নিরাপত্তার অঙ্গীকারে রাখেন।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর সকাল ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও বরকতময়। ফজরের সালাতের পর তিনি আল্লাহর যিকির করতেন, সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং সাহাবিদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর সকাল কখনো অলসতায় শুরু হতো না; বরং ইবাদত, জ্ঞান ও কল্যাণের মাধ্যমে শুরু হতো।

ভোরের আলো আমাদের আরেকটি শিক্ষা দেয়।

যত দীর্ঘই রাত হোক, তার শেষ আছে। যত গভীরই অন্ধকার হোক, একসময় সূর্য উঠবেই। একজন মুমিনের জীবনেও দুঃখ, কষ্ট, হতাশা বা বিপদ চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ যেমন রাতের পর ভোর আনেন, তেমনি কঠিন সময়ের পরও তিনি স্বস্তির দরজা খুলে দেন।

আল্লাহ বলেন,

> নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বস্তি। নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বস্তি।
>
> — সূরা আল-ইনশিরাহ, ৯৪:৫–৬

প্রতিটি ভোর যেন এই আয়াতেরই জীবন্ত ব্যাখ্যা।

আজকের ব্যস্ত জীবনে আমরা সূর্য ওঠা দেখি, কিন্তু ভোরকে অনুভব করি না। অথচ এই সময়টিই এমন, যখন দুনিয়া শান্ত, মন নির্মল এবং আল্লাহর স্মরণে হৃদয় সবচেয়ে বেশি প্রশান্তি লাভ করে।

তাই আগামীকাল ভোরে একবার একটু আগে জেগে দেখুন। ফজরের আজান শুনে ওযু করুন, আল্লাহর সামনে দাঁড়ান, কুরআনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করুন, কিছুক্ষণ যিকির করুন। তারপর পূর্ব আকাশে সূর্যের প্রথম আলো ফুটতে দেখুন।

হয়তো তখন উপলব্ধি করবেন—ভোর শুধু একটি সময় নয়; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদিন নতুন করে জীবন শুরু করার একটি সুযোগ। প্রতিটি নতুন সকাল যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যিনি অন্ধকারের বুক চিরে আলো উদিত করেন, তিনিই মানুষের হৃদয়কেও ঈমানের আলোয় আলোকিত করতে সক্ষম।

লে খা ৬

রাত ও দিনের পরিবর্তন

৬

কুরআনের আলোকে সময়, জীবন ও আল্লাহর নিখুঁত পরিকল্পনা

একদিন শেষ হয়, আরেকটি দিন শুরু হয়। সন্ধ্যার রক্তিম আভা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, আকাশে নেমে আসে রাতের নীরবতা। কিছুক্ষণ আগেও যেখানে ছিল কর্মব্যস্ততা, সেখানে এখন নিস্তব্ধতা। তারপর আবার রাত পেরিয়ে পূর্ব আকাশে ফুটে ওঠে প্রথম আলো। পাখিরা ডেকে ওঠে, মানুষ জেগে ওঠে, জীবন আবার চলতে শুরু করে।

এভাবেই প্রতিদিন রাত আসে, দিন আসে। বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী—একবারও এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি।

আমরা প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখি। এতটাই দেখি যে, বিস্মিত হওয়া ভুলে যাই। অথচ কুরআন আমাদের এই সাধারণ দৃশ্যটির মধ্যেই অসাধারণ এক সত্য দেখার আহ্বান জানায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০

রাত ও দিনের এই অবিরাম পরিবর্তন কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। এটি এমন এক সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, যা একমাত্র আল্লাহর নির্ধারিত পরিকল্পনাতেই পরিচালিত হচ্ছে।

আল্লাহ আরও বলেন,

> তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান।
>
> — সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:৬

লক্ষ করুন, কুরআন বলছে না যে রাত হঠাৎ শেষ হয়ে যায় কিংবা দিন হঠাৎ শুরু হয়। বরং ধীরে ধীরে একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করে। ঠিক যেমন ভোরে অন্ধকার ধীরে ধীরে আলোয় রূপ নেয়, আবার সন্ধ্যায় আলো ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

এটি শুধু প্রকৃতির দৃশ্য নয়; এটি মানুষের জীবনেরও প্রতিচ্ছবি।

শৈশব ধীরে ধীরে যৌবনে, যৌবন বার্ধক্যে, আর বার্ধক্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। কেউ এক মুহূর্তেই বৃদ্ধ হয়ে যায় না। যেমন রাত ধীরে ধীরে দিনে রূপ নেয়, তেমনি জীবনও ধীরে ধীরে তার শেষ গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন,

> তিনিই রাতকে তোমাদের জন্য বিশ্রামের সময় করেছেন এবং দিনকে করেছেন কর্মের সময়।
>
> — অর্থগতভাবে সূরা ইউনুস, ১০:৬৭; সূরা আন-নাবা, ৭৮:৯–১১-এর শিক্ষা

কী সুন্দর ভারসাম্য! যদি শুধু দিনই থাকত, মানুষ বিশ্রাম পেত না। আর যদি শুধু রাতই থাকত, জীবন অচল হয়ে যেত। তাই আল্লাহ দিন ও রাতকে একে অপরের পরিপূরক বানিয়েছেন।

আজ বিজ্ঞান বলে, পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণেই দিন-রাত হয়। কিন্তু কুরআন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এই ঘূর্ণনের নিয়ম, গতি এবং নিখুঁত ভারসাম্যও আল্লাহরই সৃষ্টি।

আল্লাহ বলেন,

> সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদকে ধরে ফেলা, আর রাতও দিনের আগে যেতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে।
>
> — সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৪০

চিন্তা করুন, সূর্য প্রতিদিন ঠিক সময়ে উদিত হচ্ছে, ঠিক সময়ে অস্ত যাচ্ছে। পৃথিবী সামান্য দ্রুত বা ধীরে ঘুরলেও মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। অথচ হাজার হাজার বছর ধরে এই নিয়ম এক মুহূর্তের জন্যও বিশৃঙ্খল হয়নি। এটি আল্লাহর নিখুঁত পরিকল্পনারই প্রমাণ।

রাত ও দিনের পরিবর্তন আমাদের সময়ের মূল্যও শেখায়।

আজ যে দিনটি চলে গেল, তা আর কখনো ফিরে আসবে না। গতকালের সূর্যাস্ত শেষ হয়ে গেছে, আজকের সূর্যোদয়ও একসময় অতীত হয়ে যাবে। মানুষের জীবনও ঠিক এমনই।

এ কারণেই আল্লাহ সময়ের শপথ করে বলেন,

> সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।
>
> — সূরা আল-আসর, ১০৩:১–৩

প্রতিটি সূর্যোদয় যেন আমাদের হাতে নতুন একটি সুযোগ তুলে দেয়। আর প্রতিটি সূর্যাস্ত নীরবে জানিয়ে দেয়—জীবনের একটি দিন কমে গেল।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم সময়ের এই মূল্য সম্পর্কে বলেছেন,

> দুটি নিয়ামত এমন আছে, যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত—সুস্থতা এবং অবসর।
>
> — সহিহ আল-বুখারি

আরেক হাদিসে তিনি বলেছেন, বর্ণনাকারী: ‘আম্র ইবনু মায়মূন আল আওদী (রাঃ)

> রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) জনৈক ব্যক্তিকে নাসীহাতস্বরূপ বললেন : পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি কাজকে বিরাট সম্পদ মনে করো।
>
> ১. তোমার বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে,
>
> ২. রোগাগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে,
>
> ৩. দরিদ্রতার পূর্বে অভাবমুক্ত থাকাকে,
>
> ৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং
>
> ৫. মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে।
>
> — মিসকাতুল মাসাবিহ - হাদিস নং ৫১৭৪

প্রতিটি দিন ও রাত আমাদের বয়স বাড়ায় না; বরং আমাদের নির্ধারিত সময়কে কমিয়ে দেয়। তাই একজন মুমিন প্রতিটি নতুন সকালকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ হিসেবে দেখে এবং প্রতিটি রাতকে আত্মসমালোচনার সময় হিসেবে গ্রহণ করে।

রাত ও দিনের পরিবর্তন আমাদের আরেকটি গভীর শিক্ষা দেয়।

যেমন কোনো রাত চিরস্থায়ী নয়, তেমনি কোনো দুঃখও স্থায়ী নয়। আবার যেমন কোনো দিনও চিরস্থায়ী নয়, তেমনি সুখ, ক্ষমতা ও দুনিয়ার কোনো অবস্থাই স্থায়ী নয়। দুনিয়ার সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। চিরস্থায়ী একমাত্র আল্লাহ। আর আখিরাতের জীবনই স্থায়ী।

আল্লাহ বলেন, "আর তিনি দিবা-রাত্রিকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন। যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায় তার জন্য।"

— সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৬২

অর্থাৎ প্রতিটি দিন-রাত আমাদের জন্য একটি নতুন শিক্ষা, একটি নতুন সুযোগ এবং একটি নতুন পরীক্ষা।

আজ যখন সূর্য ডুবে যাবে, একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবুন—আপনার জীবন থেকেও আরেকটি দিন চলে গেল। আর আগামীকাল যখন সূর্য উঠবে, তখন মনে করুন—আল্লাহ আপনাকে আবারও একটি নতুন সুযোগ দিয়েছেন।

কারণ রাত ও দিনের এই অবিরাম পরিবর্তন শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি ঘটনা নয়; এটি সময়ের প্রবাহ, জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, আল্লাহর নিখুঁত পরিকল্পনা এবং আখিরাতের প্রস্তুতির এক নীরব স্মারক।

প্রতিটি সূর্যোদয় যেন বলে—"এখনও সময় আছে।" আর প্রতিটি সূর্যাস্ত নীরবে স্মরণ করিয়ে দেয়—"একটি দিন আর ফিরে আসবে না।"

লে খা ৭

শীতের কুয়াশা, গরমের রোদ, বর্ষার বৃষ্টি

৭

ছয় ঋতুতে আল্লাহর কুদরত

বাংলার ঋতুচক্রে কুরআনের নিদর্শন ও জীবনের শিক্ষা

বাংলার প্রকৃতি যেন এক জীবন্ত ক্যানভাস। কখনো ভোরবেলা ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় চারপাশ, কখনো বৈশাখের প্রখর রোদ মাটিকে উত্তপ্ত করে তোলে। আবার আষাঢ়-শ্রাবণে আকাশ ভেঙে নামে বৃষ্টি। শরতের সাদা কাশফুল, হেমন্তের সোনালি ধান, শীতের শিশির আর বসন্তের রঙিন ফুল—প্রতিটি ঋতু যেন নতুন এক সৌন্দর্যের বার্তা নিয়ে আসে।

আমরা একে বলি বাংলার ছয় ঋতু। কিন্তু একজন মুমিনের চোখে এগুলো শুধু ঋতুর পরিবর্তন নয়; এগুলো আল্লাহর কুদরত, প্রজ্ঞা এবং অসংখ্য নিয়ামতের জীবন্ত নিদর্শন।

কুরআন বারবার মানুষকে প্রকৃতির দিকে তাকাতে, চিন্তা করতে এবং সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং বুদ্ধিমানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০

ঋতুর পরিবর্তনও এই মহান নিদর্শনেরই একটি অংশ। পৃথিবী কখনো একই রূপে থাকে না। পরিবর্তনই তার স্বভাব। আর এই পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ।

গ্রীষ্ম আসে প্রচণ্ড রোদ নিয়ে। অনেকের কাছে এটি কষ্টের ঋতু মনে হয়। কিন্তু এই তাপই নদীর পানি বাষ্পে পরিণত করে, মেঘ তৈরি করে এবং পরবর্তীতে বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। অর্থাৎ আজ যে রোদকে আমরা কষ্ট মনে করছি, সেটিই আগামী দিনের রহমতের প্রস্তুতি।

আল্লাহ বলেন,

> তিনিই বায়ু প্রবাহিত করেন, তারপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। এরপর তিনি তা আকাশে যেভাবে ইচ্ছা বিস্তৃত করেন এবং খণ্ড-বিখণ্ড করেন। তারপর তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে বৃষ্টি বেরিয়ে আসে।
>
> — সূরা আর-রূম, ৩০:৪৮

আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টি শুকিয়ে যাওয়া জমিকে আবার জীবন্ত করে তোলে। মৃতপ্রায় মাঠে সবুজের সমারোহ ফিরে আসে। কুরআনে আল্লাহ এই দৃশ্যকে মানুষের পুনরুত্থানের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন,

> তুমি ভূমিকে শুষ্ক দেখতে পাও। অতঃপর আমি যখন তার ওপর পানি বর্ষণ করি, তখন তা সজীব হয়ে ওঠে, স্ফীত হয় এবং সব ধরনের সুন্দর উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।
>
> — সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৫

শরৎ আসে নির্মল আকাশ নিয়ে। বর্ষার মেঘ সরে গিয়ে নীল আকাশ যেন নতুন করে হাসে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—কষ্টের পর স্বস্তি আসে, ঝড়ের পর শান্তি আসে।

আল্লাহ বলেন,

> নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বস্তি।
>
> — সূরা আশ-শারহ, ৯৪:৫

হেমন্তে কৃষকের ঘরে নতুন ধান ওঠে। এটি শুধু ফসল নয়; এটি আল্লাহর দেওয়া রিজিক।

আল্লাহ বলেন,

> তোমরা যে বীজ বপন করো, তা কি তোমরাই উৎপন্ন করো, নাকি আমিই উৎপন্ন করি?
>
> — সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, ৫৬:৬৩–৬৪

শীতের কুয়াশা আমাদের ধৈর্য শেখায়। ঘন কুয়াশায় দূরের পথ দেখা যায় না। কিন্তু সূর্য উঠলে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। জীবনের অনেক সমস্যাও এমনই। আজ যার সমাধান দেখা যাচ্ছে না,

আল্লাহ চাইলে কাল সেটিই স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আর বসন্ত? বসন্ত যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা—মৃতপ্রায় প্রকৃতিও আবার নতুন জীবন পেতে পারে। শুকনো ডালে নতুন পাতা, নির্জীব গাছে নতুন ফুল—সবই বলে দেয়, আল্লাহ চাইলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়।

ঋতুর এই পরিবর্তন আমাদের আরেকটি গভীর শিক্ষা দেয়।

কোনো ঋতুই চিরস্থায়ী নয়। গরমের পর শীত আসে, শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর আবার গ্রীষ্ম। ঠিক তেমনি মানুষের জীবনেও সুখ-দুঃখ, স্বচ্ছলতা-অভাব, সুস্থতা-অসুস্থতা—সবই পরিবর্তনশীল।

দুনিয়ার সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। চিরস্থায়ী একমাত্র আল্লাহ। আর আখিরাতের জীবনই স্থায়ী।

আল্লাহ বলেন,

> তিনি রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলমান।
>
> — সূরা আর-রা'দ, ১৩:২

অর্থাৎ এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি পরিবর্তন একটি নির্ধারিত পরিকল্পনার অধীন। ঋতুর পরিবর্তনও তারই অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন, প্রকৃতির প্রতিটি নিয়ামতের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করতে। বৃষ্টি এলে তিনি দোয়া করতেন, বাতাস প্রবাহিত হলে আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাইতেন, চাঁদ দেখে দোয়া পড়তেন। অর্থাৎ একজন মুমিন প্রকৃতিকে শুধু উপভোগই করেন না; বরং এর মাধ্যমে নিজের রবকে আরও গভীরভাবে চিনতে শেখেন।

আজ যখন শীতের কুয়াশা দেখবেন, গরমের রোদ অনুভব করবেন কিংবা বর্ষার বৃষ্টি দেখবেন, তখন শুধু আবহাওয়া হিসেবে দেখবেন না। মনে রাখবেন, প্রতিটি ঋতু আল্লাহর এক একটি আয়াত—যা আমাদের শেখায় তাঁর অসীম ক্ষমতা, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং অগণিত নিয়ামতের কথা।

বাংলার ছয় ঋতু শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যের গল্প নয়; এগুলো আল্লাহর কুদরতের জীবন্ত প্রদর্শনী। যে চোখ কুরআনের আলোয় দেখে, তার কাছে প্রতিটি ঋতুই হয়ে ওঠে ঈমান, কৃতজ্ঞতা এবং চিন্তার নতুন একটি অধ্যায়।

লে খা ৮

সমুদ্রের ঢেউ ও আল্লাহর মহিমা

৮

কুরআনের আলোকে সমুদ্রের বিশালতা, রহস্য ও জীবনের শিক্ষা

দিগন্তজোড়া নীল জলরাশি। একের পর এক ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ে, আবার ফিরে যায়। কখনো সমুদ্র শান্ত, কখনো উত্তাল। সূর্যের আলোয় ঢেউগুলো রূপালি হয়ে ওঠে, আবার গভীর রাতে অন্ধকারের বুকে শুধু ঢেউয়ের শব্দই শোনা যায়।

হাজার বছর ধরে মানুষ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়েছে। এর গভীরতা, বিশালতা ও রহস্য আজও পুরোপুরি উন্মোচিত হয়নি। অথচ কুরআন বহু আগেই সমুদ্রকে আল্লাহর অসীম কুদরতের একটি মহান নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাংস (মাছ) খেতে পারো এবং তা থেকে অলংকার (মুক্তা ইত্যাদি) বের করতে পারো। আর তুমি দেখতে পাও, জাহাজসমূহ তা চিরে চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো এবং কৃতজ্ঞ হও।
>
> — সূরা আন-নাহল, ১৬:১৪

একটি আয়াতেই আল্লাহ সমুদ্রের কত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন! খাদ্য, মুক্তা, বাণিজ্য, ভ্রমণ—সবই মানুষের জন্য তাঁর দান।

আমরা প্রতিদিন মাছ খাই, কিন্তু খুব কম মানুষই ভাবি—এই বিশাল সমুদ্রের কোটি কোটি প্রাণীর রিজিক কে পৌঁছে দেন?

আল্লাহই তাদের প্রতিপালক, আর তিনিই মানুষের জন্য সাগরের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রেখেছেন।

সমুদ্রের আরেকটি বিস্ময় হলো তার ঢেউ। কখনো ছোট, কখনো পাহাড়সম উঁচু। কুরআনে আল্লাহ এই ঢেউয়ের মাধ্যমে মানুষের অসহায়ত্বের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন,

> যখন ঢেউ তাদের ছায়ার মতো ঢেকে ফেলে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। তারপর তিনি যখন তাদের স্থলে পৌঁছে দেন, তখন তাদের কেউ কেউ (ঈমান ও কুফরীর) মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।
>
> — সূরা লুকমান, ৩১:৩২

মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন সে বুঝতে পারে তার প্রকৃত আশ্রয় কে। উত্তাল সমুদ্র মানুষকে নিজের দুর্বলতা এবং আল্লাহর অসীম শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কুরআনে সমুদ্রের গভীর অন্ধকারেরও একটি অপূর্ব উপমা এসেছে।

আল্লাহ বলেন,

> অথবা (কাফিরদের অবস্থা) গভীর সমুদ্রের অন্ধকারের মতো, যাকে ঢেকে রেখেছে একের পর এক ঢেউ, তার ওপর রয়েছে মেঘ। একের ওপর আরেক অন্ধকার।
>
> — সূরা আন-নূর, ২৪:৪০

আজকের বিজ্ঞান সমুদ্রের গভীর স্তরে ঘোর অন্ধকারের বাস্তবতা নিশ্চিত করেছে। অথচ চৌদ্দশ বছর আগে কুরআন এই বাস্তবতার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সমুদ্র শুধু মাছের ভাণ্ডার নয়; এটি মুক্তারও ভাণ্ডার।

আল্লাহ বলেন,

> উভয় সমুদ্র থেকেই তোমরা মুক্তা ও প্রবাল আহরণ কর।
>
> — সূরা আর-রাহমান, ৫৫:২২

এই সৌন্দর্যও মানুষের জন্য আল্লাহর নিয়ামত।

সমুদ্রের আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন হলো—লবণাক্ত ও মিঠা পানির মিলনস্থল।

আল্লাহ বলেন,

> তিনি দুটি সমুদ্রকে পাশাপাশি প্রবাহিত করেছেন। তাদের মাঝখানে রয়েছে একটি অন্তরায়, তারা তা অতিক্রম করে না।
>
> — সূরা আর-রাহমান, ৫৫:১৯–২০

এ আয়াত আল্লাহর নিখুঁত সৃষ্টিকৌশল ও প্রজ্ঞার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

সমুদ্রের বিশালতা আমাদের বিনয়ও শেখায়।

মানুষ যত শক্তিশালী প্রযুক্তিই তৈরি করুক না কেন, একটি প্রবল ঝড় বা সুনামিই তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করে দেয়। তখন মানুষ উপলব্ধি করে—সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শিখিয়েছেন। সমুদ্রও সেই অসংখ্য নিয়ামতের একটি, যার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ জীবিকা অর্জন করে, খাদ্য পায় এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ স্থাপন করে।

সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ যেন নীরবে ঘোষণা করে—এই বিশাল সৃষ্টি কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। এর একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি একে নিখুঁত নিয়মে পরিচালনা করছেন।

তাই যখনই সমুদ্রের তীরে দাঁড়াবেন, শুধু ঢেউয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করবেন না। একবার ভাবুন—যিনি এই বিশাল জলরাশি সৃষ্টি করেছেন, যিনি এর গভীরতায় অগণিত প্রাণের রিজিক রেখেছেন, যিনি এর ঢেউকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই আমাদের রব।

সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ আল্লাহর মহিমার সাক্ষ্য বহন করে। আর যে হৃদয় কুরআনের আলোয় দেখে, তার কাছে সমুদ্র শুধু জলরাশি নয়; এটি আল্লাহর কুদরত, রহমত এবং মহিমার এক অনন্ত নিদর্শন।

লে খা ৯

রাতের নীরবতা ও তাহাজ্জুদের আহ্বান

৯

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গভীর রাতের ইবাদতের সৌন্দর্য

রাত অনেক গভীর। চারপাশে নীরবতা নেমে এসেছে। দিনের ব্যস্ততা থেমে গেছে, রাস্তাগুলো প্রায় জনশূন্য। একে একে ঘরের বাতিগুলো নিভে গেছে। সবাই ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু এই নিস্তব্ধতার মাঝেও কিছু ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলছে। কেউ নীরবে ওযু করছেন, কেউ জায়নামাজ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। চারপাশে কোনো কোলাহল নেই, কোনো মানুষের প্রশংসা নেই, কোনো ক্যামেরা নেই। আছে শুধু একজন বান্দা আর তাঁর রব।

এই সময়টুকু পৃথিবীর সবচেয়ে নীরব মুহূর্তগুলোর একটি। অথচ একজন মুমিনের জন্য এটিই হতে পারে সবচেয়ে মূল্যবান সময়।

দিনের বেলায় মানুষ নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। সংসার, শিক্ষা, ব্যবসা, দায়িত্ব—সবকিছু মানুষকে ঘিরে রাখে। কিন্তু রাতের শেষ প্রহরে, যখন সবাই ঘুমে অচেতন, তখন যে ব্যক্তি নিজের আরাম ত্যাগ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়, সে এমন একটি ইবাদত করে, যা ইখলাসের সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশগুলোর একটি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> হে চাদরাবৃত! রাতের কিছু অংশ ছাড়া রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে ইবাদত করুন—অর্ধরাত, অথবা তার চেয়ে কিছু কম বা কিছু বেশি। আর কুরআন ধীরে ধীরে, স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করুন।
>
> — সূরা আল-মুযযাম্মিল, ৭৩:১–৪

ইসলামের সূচনালগ্নেই রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-কে রাতের ইবাদতের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছিল। কারণ যে হৃদয় রাতের নির্জনতায় আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, সে-ই দিনের পরীক্ষায় সবচেয়ে দৃঢ় থাকে।

আল্লাহ আরও বলেন,

> নিশ্চয়ই রাতের ইবাদত আত্মসংযমের জন্য অধিক কার্যকর এবং তিলাওয়াতের জন্য অধিক উপযোগী।
>
> — সূরা আল-মুযযাম্মিল, ৭৩:৬

দিনের তুলনায় রাত অনেক শান্ত। মনও থাকে বেশি একাগ্র। তাই এ সময়ের দোয়া, তিলাওয়াত ও কান্না হৃদয়ের গভীরে বেশি প্রভাব ফেলে।

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

> তারা রাতের বেলায় তাদের প্রতিপালকের জন্য সিজদা করে এবং দাঁড়িয়ে থাকে।
>
> — সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৬৪

আরেক জায়গায় বলেন,

> তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে। তারা ভয় ও আশার সঙ্গে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদের যা রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।
>
> — সূরা আস-সাজদাহ, ৩২:১৬

কী অপূর্ব চিত্র! আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে একজন বান্দা উঠে দাঁড়িয়েছে—কাউকে দেখানোর জন্য নয়, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তাহাজ্জুদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হলো—এ সময় আল্লাহ বান্দাদের বিশেষভাবে আহ্বান করেন।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের রব দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন—যা তাঁর শান অনুযায়ী। তারপর বলেন, 'কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব?'

— সহিহ আল-বুখারি (১১৪৫), সহিহ মুসলিম (৭৫৮)

এটি এমন একটি হাদিস, যা একজন মুমিনের হৃদয়কে নাড়া দেয়। কল্পনা করুন—যে সময় অধিকাংশ মানুষ গভীর ঘুমে, সেই সময় মহান আল্লাহ নিজেই তাঁর বান্দাদের ডাকছেন। তিনি চাইছেন বান্দারা তাঁর কাছে ফিরে আসুক, দোয়া করুক, ক্ষমা চাইুক।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم নিজেও কখনো তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতেন না। এমনকি তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হলেও তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। একবার আয়িশা (রা.) জিজ্ঞেস করেছিলেন,

> আল্লাহ তো আপনার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবুও আপনি এত দীর্ঘ সময় ইবাদত করেন কেন?

তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

> তাহলে আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?
>
> — সহিহ আল-বুখারি, সহিহ মুসলিম

এই একটি বাক্যই বুঝিয়ে দেয়, ইবাদত শুধু ভয় বা প্রয়োজনের জন্য নয়; কৃতজ্ঞতার প্রকাশও।

কুরআনে আল্লাহ তাহাজ্জুদকে একটি বিশেষ সম্মানের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন,

> আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন। এটি আপনার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত। আশা করা যায়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে 'মাকামে মাহমুদ'-এ প্রতিষ্ঠিত করবেন।
>
> — সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭৯

যদিও এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে, তবু তাঁর উম্মতও তাহাজ্জুদের প্রতি উৎসাহিত হয়েছে অসংখ্য হাদিসে।

রাতের নীরবতা আমাদের আরেকটি শিক্ষা দেয়।

দিনের কোলাহলে মানুষ অনেক কথা বলে, কিন্তু রাতের নির্জনতায় মানুষ নিজের হৃদয়ের কথাগুলো শুনতে পারে। তখন সে বুঝতে পারে—দুনিয়ার সব চিন্তার ঊর্ধ্বে একজন রব আছেন, যিনি সব শোনেন, সব জানেন এবং সব কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখেন।

কত মানুষ আছে, যারা রাতের অন্ধকারে আল্লাহর কাছে কেঁদে দোয়া করেছে, আর কিছুদিন পর সেই দোয়া বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আবার কত মানুষ এমন আছে, যাদের জীবনের মোড় ঘুরে গেছে তাহাজ্জুদের সিজদায়।

তাই যদি কখনো কোনো রাতে ঘুম ভেঙে যায়, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হবেন না। হয়তো এটি কেবল একটি কাকতালীয় ঘটনা নয়; হয়তো এটি আপনার রবের পক্ষ থেকে একটি নীরব আহ্বান।

উঠে ওযু করুন। দুই রাকাত সালাত আদায় করুন। কিছু আয়াত তিলাওয়াত করুন। নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে কথা বলুন। এমনভাবে দোয়া করুন, যেন আপনি আপনার সবচেয়ে আপন সত্তার সঙ্গেই কথা বলছেন।

কারণ রাতের নীরবতা কখনো নিছক নীরবতা নয়। একজন মুমিনের জন্য এটি এমন একটি সময়, যখন পৃথিবী ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু আসমানের দরজাগুলো যেন রহমতের জন্য আরও উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর সেই নিস্তব্ধতার মাঝেই একজন বান্দা তার রবের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে।

লে খা ১০

ফুলের সৌন্দর্য

১০

সৃষ্টিকর্তার শিল্পকর্ম

কুরআনের আলোকে সৌন্দর্য, সুগন্ধ ও আল্লাহর নিখুঁত সৃষ্টি

ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই শিশিরভেজা একটি ফুল ধীরে ধীরে তার পাপড়ি মেলে ধরে। নরম বাতাসে দুলতে থাকে, চারদিকে ছড়িয়ে দেয় মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ। একটি ক্ষুদ্র ফুল—কিন্তু তার রং, আকৃতি, সুবাস ও কোমলতা যেন এক নিখুঁত শিল্পকর্ম।

আমরা ফুল দেখি, উপহার দিই, বাগান সাজাই। কিন্তু খুব কমই ভাবি—একটি ছোট্ট ফুলের ভেতর কত অসংখ্য নিদর্শন লুকিয়ে আছে!

কুরআন আমাদের প্রকৃতির প্রতিটি সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে আহ্বান জানায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমি তা দ্বারা সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তারপর তা থেকে সবুজ শস্য বের করি... আর খেজুরগাছ, আঙুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান সৃষ্টি করি। তোমরা লক্ষ্য কর, যখন এগুলো ফল ধারণ করে এবং যখন তা পরিপক্ব হয়। নিশ্চয়ই এতে ঈমানদারদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।
>
> — সূরা আল-আনআম, ৬:৯৯

ফুলের সৌন্দর্য কেবল মানুষের আনন্দের জন্য নয়; এটি আল্লাহর সৃষ্টিশৈলীর এক অপূর্ব প্রকাশ।

একই মাটি, একই পানি, একই সূর্যের আলো—তবুও কত ভিন্ন ভিন্ন ফুল! কোথাও লাল গোলাপ, কোথাও সাদা শাপলা, কোথাও নীল অপরাজিতা, কোথাও হলুদ সূর্যমুখী। কারও

সুবাস তীব্র, কারও আবার মৃদু। কারও পাপড়ি ছোট, কারও বড়। এই বৈচিত্র্য কাকতালীয় নয়; এটি মহান শিল্পীর নিখুঁত পরিকল্পনা।

আল্লাহ বলেন,

> তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, নদী সৃষ্টি করেছেন এবং সব ধরনের ফল সৃষ্টি করেছেন। তিনি সেখানে দুই প্রকার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
>
> — সূরা আর-রা'দ, ১৩:৩

একটি ফুল শুধু সুন্দরই নয়, উপকারীও। ফুলের মাধ্যমে পরাগায়ণ হয়, ফল জন্মায়, বীজ ছড়িয়ে পড়ে। মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। অসংখ্য পোকামাকড় ও প্রাণীর জীবন ফুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ একটি ছোট্ট ফুলও পৃথিবীর বিশাল জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আর পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন বিভিন্ন ভূমি, আঙুরের বাগান, শস্যক্ষেত এবং বিভিন্ন প্রকার খেজুরগাছ। এগুলো একই পানিতে সেচ দেওয়া হয়, কিন্তু স্বাদে আমি একটিকে অন্যটির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিই। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
>
> — সূরা আর-রা'দ, ১৩:৪

ফুল আমাদের আরেকটি গভীর শিক্ষা দেয়।

আজ যে ফুল ফুটেছে, কয়েক দিন পর সেটিই ঝরে যাবে। তার সৌন্দর্য স্থায়ী নয়। দুনিয়ার জীবনও ঠিক তেমনি।

আল্লাহ দুনিয়ার জীবনের উপমা দিয়ে বলেন,

> দুনিয়ার জীবনের উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। তারপর তা দ্বারা পৃথিবীর উদ্ভিদ সজীব হয়, পরে তা শুকিয়ে যায় এবং বাতাসে উড়ে

যায়।

— সূরা আল-কাহফ, ১৮:৪৫

ফুলের ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়—এই পৃথিবীর সৌন্দর্যও একদিন ফুরিয়ে যাবে। তাই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও সৃষ্টিকে নয়, স্রষ্টাকে ভালোবাসতে হবে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, আর তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।

— সহিহ মুসলিম, ৯১

এই হাদিস আমাদের শেখায়, ইসলামে সৌন্দর্যের মূল্য আছে। তবে সেই সৌন্দর্য হতে হবে পরিচ্ছন্নতা, শালীনতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সীমার মধ্যে।

একটি ফুল কখনো নিজের জন্য ফোটে না। সে নীরবে সৌন্দর্য বিলায়, সুগন্ধ ছড়ায়, মৌমাছিকে আহার দেয়, ফলের জন্মের পথ তৈরি করে। কোনো প্রতিদান চায় না।

একজন মুমিনের জীবনও তেমন হওয়া উচিত—যেখানেই থাকুক, মানুষের জন্য উপকার, সৌন্দর্য, শান্তি ও কল্যাণের কারণ হবে।

আজ যদি কোনো ফুলের দিকে তাকান, শুধু তার রং নয়, তার স্রষ্টার নিখুঁত শিল্পকর্মও দেখার চেষ্টা করুন। কারণ প্রতিটি পাপড়ি যেন নীরবে ঘোষণা করছে—এত সৌন্দর্য নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি; এর পেছনে রয়েছেন এক মহিমান্বিত, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা।

লে খা ১১

মৌসুমী ফল ও আল্লাহর রিযিকের ব্যবস্থা

১১

কুরআনের আলোকে ফল, রিযিক, কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর অপার নিয়ামত

গ্রীষ্ম এলেই বাজার ভরে ওঠে আম, কাঁঠাল, লিচু ও তরমুজে। বর্ষায় আসে আনারস, পেয়ারা ও জামরুল। শরৎ ও হেমন্তে নানা জাতের ফল, শীতে কমলা, মাল্টা, বরই, খেজুরের রস, আর বসন্তে নতুন কুঁড়ির সঙ্গে আবারও শুরু হয় ফলের নতুন সম্ভাবনা।

বছরের প্রতিটি ঋতু যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন নতুন রিযিকের বার্তা নিয়ে আসে।

আমরা ফল কিনি, খাই, আনন্দ করি। কিন্তু খুব কমই ভাবি—কে এই নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত ফল পৃথিবীতে এনে দেয়? কে ঠিক করে, কখন গাছে মুকুল আসবে, কখন ফল ধরবে, কখন তা পেকে মানুষের খাদ্যে পরিণত হবে?

কুরআন আমাদের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমি তা দ্বারা সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি... আর খেজুরগাছ, আঙুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান সৃষ্টি করি। তোমরা লক্ষ্য কর, যখন এগুলো ফল ধারণ করে এবং যখন তা পরিপক্ব হয়। নিশ্চয়ই এতে ঈমানদারদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।
>
> — সূরা আল-আনআম, ৬:৯৯

একটি ছোট্ট বীজ মাটির নিচে পড়ে থাকে। মানুষ শুধু তা রোপণ করে। কিন্তু সেই বীজকে অঙ্কুরিত করা, শিকড় বিস্তার করা, ফুল ফোটানো এবং শেষে সুস্বাদু ফলে পরিণত করা—এসবই আল্লাহর কুদরত।

আল্লাহ বলেন,

> আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।
>
> — সূরা আর-রা'দ, ১৩:৩

একই মাটি, একই পানি, একই সূর্যের আলো—তবুও একটি গাছে টক ফল, অন্যটিতে মিষ্টি ফল; কোথাও লাল, কোথাও হলুদ, কোথাও সবুজ। স্বাদ, রং, গন্ধ, পুষ্টিগুণ—সবই ভিন্ন। এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্যই আল্লাহর অসীম প্রজ্ঞার পরিচয়।

আল্লাহ আরও বলেন,

> পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন বিভিন্ন ভূমি, আঙুরের বাগান, শস্যক্ষেত এবং বিভিন্ন প্রকার খেজুরগাছ। এগুলো একই পানিতে সেচ দেওয়া হয়, কিন্তু স্বাদে আমি একটিকে অন্যটির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিই। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
>
> — সূরা আর-রা'দ, ১৩:৪

মৌসুমী ফল আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়—সবকিছুরই একটি নির্ধারিত সময় আছে।

আমরা চাইলে শীতকালে গাছে পাকা আম ফলাতে পারি না, কিংবা গ্রীষ্মে খেজুরের নতুন ফল পেতে পারি না। কারণ প্রতিটি ফলের জন্য আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এভাবেই তিনি মানুষকে ধৈর্য, অপেক্ষা এবং তাঁর পরিকল্পনার ওপর ভরসা করতে শেখান।

আল্লাহ বলেন,

> তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে মৃত জমিনকে জীবিত করেন।

— সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:৬; সূরা আর-রূম, ৩০:২৪-এর শিক্ষা

মৌসুম বদলায়, গাছে নতুন ফুল আসে, ফল ধরে। মনে হয় যেন মৃত প্রকৃতি আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কুরআন এই দৃশ্যকে পুনরুত্থানের প্রমাণ হিসেবেও তুলে ধরে।

ফল শুধু খাদ্য নয়; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা।

আল্লাহ বলেন,

অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

— সূরা আর-রাহমান, বারবার পুনরাবৃত্ত আয়াত

প্রতিটি ফল আমাদের কৃতজ্ঞ হতে শেখায়। কারণ একটি ফল আমাদের হাতে পৌঁছানোর আগে বৃষ্টি, মাটি, সূর্যের আলো, বাতাস, পরাগায়ণ এবং অসংখ্য অদৃশ্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আসে—যার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم যখন নতুন মৌসুমের ফল পেতেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে বরকতের দোয়া করতেন। এরপর পরিবারের ছোট শিশুদের দিয়ে সেই ফল খাওয়া শুরু করাতেন।

এ থেকে বোঝা যায়, নতুন রিযিক পাওয়ার সময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং সেই নিয়ামত ভাগ করে নেওয়া সুন্নাহর অংশ।

আজ আমরা ফলের স্বাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু সেই স্বাদের দাতা আল্লাহকে অনেক সময় ভুলে যাই।

যে ব্যক্তি একটি আম, একটি খেজুর কিংবা একটি আঙুর হাতে নিয়ে আল্লাহর কথা স্মরণ করে, তার কাছে সেই ফল শুধু খাদ্য নয়; বরং ঈমান বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে।

প্রতিটি মৌসুমী ফল নীরবে আমাদের শেখায়—রিযিক মানুষের হাতে নয়, আল্লাহর হাতে। তিনি সময়মতো দান করেন, প্রজ্ঞা অনুযায়ী বণ্টন করেন এবং তাঁর অশেষ নিয়ামতের মাধ্যমে প্রতিটি ঋতুকে রহমতে ভরিয়ে দেন। তাই প্রতিটি ফলের স্বাদের সঙ্গে যদি কৃতজ্ঞতার স্বাদও যোগ হয়, তবে সেটিই একজন মুমিনের প্রকৃত প্রাপ্তি।

লে খা ১২

পাহাড়

১২

পৃথিবীর ভারসাম্যের নিদর্শন

কুরআনের আলোকে পাহাড়, স্থিতিশীলতা ও আল্লাহর অসীম কুদরত

দূর থেকে তাকালে পাহাড়কে মনে হয় পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এক বিশাল প্রহরী। যুগের পর যুগ, ঝড়-বৃষ্টি, রোদ, তুষার—সবকিছু নীরবে সহ্য করে সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষের জীবন বদলায়, সভ্যতা বদলায়, কিন্তু পাহাড় যেন আল্লাহর সৃষ্টির এক নীরব সাক্ষী হয়ে থাকে।

আমরা পাহাড় দেখি, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। কিন্তু কুরআন আমাদের পাহাড়কে শুধু একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসেবে নয়, বরং আল্লাহর অসীম কুদরত ও প্রজ্ঞার এক মহান নিদর্শন হিসেবে দেখতে শেখায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আমি কি পৃথিবীকে বিছানা বানাইনি ? আর পাহাড়সমূহকে পেরেকস্বরূপ স্থাপন করিনি ?
>
> — সূরা আন-নাবা, ৭৮:৬–৭

পাহাড়কে "পেরেক" বা "খুঁটি"র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন একটি তাঁবুকে মজবুতভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে পেরেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি আল্লাহ পাহাড়কে পৃথিবীর স্থিতিশীলতার একটি মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

> তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে দুলে না যায়।
>
> — সূরা আন-নাহল, ১৬:১৫

এবং,

> আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে।
>
> — সূরা লুকমান, ৩১:১০

কুরআনের এসব আয়াত আমাদের জানিয়ে দেয়, পাহাড়ের সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয়। এর পেছনে রয়েছে আল্লাহর গভীর হিকমত।

আজকের ভূতত্ত্ব (Geology) বলছে, অনেক পাহাড়ের একটি বড় অংশ ভূ-পৃষ্ঠের নিচেও বিস্তৃত থাকে, যা অনেকটা পেরেকের মতোই নিচের দিকে প্রোথিত। কুরআন আমাদের বৈজ্ঞানিক পাঠ্যবই নয়; তবে প্রকৃতির নিদর্শন দেখে স্রষ্টার মহিমা চিনতে আহ্বান জানায়।

পাহাড় আমাদের আরেকটি শিক্ষা দেয়—দৃঢ়তা।

প্রবল ঝড় আসে, ভারী বৃষ্টি হয়, তবুও পাহাড় সহজে ভেঙে পড়ে না। একজন মুমিনের ঈমানও এমন হওয়া উচিত। জীবনে পরীক্ষা, কষ্ট ও বিপদ আসবে, কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তিনি দৃঢ় থাকবেন।

আল্লাহ বলেন,

> অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ।
>
> — সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:৩৫

পাহাড় শুধু দৃঢ়তার প্রতীক নয়; এটি রহমতেরও উৎস।

পাহাড় থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়, নদীর জন্ম হয়, অসংখ্য গাছপালা জন্মে, প্রাণী আশ্রয় পায় এবং মানুষের জন্য পানির উৎস তৈরি হয়। অর্থাৎ পাহাড় শুধু দাঁড়িয়ে থাকে না; নীরবে মানুষের উপকারও করে।

কুরআনে পাহাড়ের রঙের বৈচিত্র্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> আপনি কি দেখেননি, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন? অতঃপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফল উৎপন্ন করি। আর পাহাড়েও রয়েছে সাদা, লাল ও বিভিন্ন রঙের স্তর, এবং কিছু রয়েছে গভীর কালো।
>
> — সূরা ফাতির, ৩৫:২৭

চৌদ্দশ বছর আগে কুরআন পাহাড়ের বিভিন্ন রঙ ও স্তরের কথা উল্লেখ করেছে, যা আজ পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বতমালায় স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

কিন্তু পাহাড়ও চিরস্থায়ী নয়।

আজ যে পর্বতকে আমরা অটল মনে করি, কিয়ামতের দিন তারও পরিবর্তন হবে।

আল্লাহ বলেন,

> আর আপনি পাহাড়গুলোকে দেখছেন, মনে করছেন সেগুলো স্থির; অথচ সেগুলো মেঘের মতো চলমান হবে। এটি আল্লাহর কর্ম, যিনি সবকিছুকে নিখুঁতভাবে সুদৃঢ় করেছেন।
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:৮৮

আরও বলেন,

> কিয়ামতের দিন পাহাড়গুলো হবে ধুনা তুলোর মতো।
>
> — সূরা আল-কারিআহ, ১০১:৫

এ আয়াতগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—দুনিয়ায় যত শক্তিশালী ও অটল জিনিসই থাকুক না কেন, একদিন সবকিছুই আল্লাহর আদেশে পরিবর্তিত হবে। স্থায়ী কেবল তিনিই।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم পাহাড়ের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার কথাও বলেছেন। উহুদ পাহাড় সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> এটি এমন একটি পাহাড়, যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, ২৮৮৯; সহিহ মুসলিম, ১৩৬৫

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা একজন মুমিনের চরিত্রের অংশ।

আজ যদি কোনো পাহাড়ের দিকে তাকান, শুধু তার উচ্চতা দেখবেন না। ভাবুন, কে তাকে এত দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন? কে তার বুকে ঝরনা, বন ও জীবন সৃষ্টি করেছেন? কে তাকে মানুষের জন্য উপকারের মাধ্যম বানিয়েছেন?

পাহাড় নীরবে ঘোষণা করে—এই পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টি উদ্দেশ্যময়। আর যে হৃদয় কুরআনের আলোয় চিন্তা করে, তার কাছে পাহাড় শুধু পাথরের স্তূপ নয়; এটি আল্লাহর অসীম কুদরত, প্রজ্ঞা ও মহিমার এক মহৎ নিদর্শন।

লে খা ১৩

মৌমাছি ও মধু

১৩

কুরআনের বিস্ময়কর শিক্ষা

কুরআনের আলোকে ক্ষুদ্র এক প্রাণী, তার কর্মব্যবস্থা ও মধুর নিয়ামত

ভোরের আলো ফুটতেই একটি ছোট্ট মৌমাছি ফুলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এক ফুল থেকে আরেক ফুলে উড়ে বেড়ায়, ফুলের মধুরস সংগ্রহ করে আবার নিজের আবাসে ফিরে আসে। তার এই ছোট্ট যাত্রার শেষ ফল—মানুষের জন্য এক মূল্যবান নিয়ামত: মধু।

মৌমাছি দেখতে ক্ষুদ্র। কিন্তু তার জীবনব্যবস্থা অত্যন্ত বিস্ময়কর। কুরআনও এই ছোট্ট প্রাণীটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আর আপনার রব মৌমাছিকে ওহি করলেন—'তুমি পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষ যে ঘর তৈরি করে তাতে বাসা বানাও। তারপর সব ধরনের ফল থেকে আহার কর এবং তোমার রবের সহজ করে দেওয়া পথে চল।'
>
> — সূরা আন-নাহল, ১৬:৬৮–৬৯

এখানে "ওহি" বলতে নবীদের প্রতি যে ওহি আসে, তা বোঝানো হয়নি; বরং মৌমাছিকে আল্লাহর দেওয়া স্বভাবজাত নির্দেশনা ও প্রেরণা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তার জীবনযাত্রা আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থার অধীন।

এরপর আল্লাহ বলেন,

> তাদের উদর থেকে বিভিন্ন বর্ণের এক পানীয় বের হয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
>
> — সূরা আন-নাহল, ১৬:৬৯

একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহ থেকে এমন একটি খাদ্য বের হচ্ছে, যা মানুষের জন্য উপকারী। ফুলের মধুরস সংগ্রহ করে মৌমাছি যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মধু তৈরি করে, তা আল্লাহর সৃষ্টিশক্তি ও প্রজ্ঞার এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

মৌমাছির জীবন আমাদের শৃঙ্খলা ও পরিশ্রমের শিক্ষা দেয়। তারা দলবদ্ধভাবে কাজ করে। প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে। কেউ খাবার সংগ্রহ করে, কেউ চাকের পরিচর্যা করে, কেউ আবার নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখে। একটি মৌচাক যেন ছোট্ট একটি সুসংগঠিত সমাজ।

মানুষের জন্যও এতে শিক্ষা আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো।
>
> — সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২

মৌমাছি শুধু নিজের জন্য কাজ করে না। তার পরিশ্রমের উপকার মানুষ পায়। ফুলের পরাগায়ণেও মৌমাছির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও বৃহত্তর পরিবেশব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

মধু সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্যও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ বলেছেন, এতে মানুষের জন্য "শিফা" বা আরোগ্য রয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে মধু সব রোগের একমাত্র চিকিৎসা। বরং এটি মধুর উপকারিতা ও আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগেও মধু চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়েছে। সহিহ বুখারিতে এসেছে, এক ব্যক্তি তাঁর ভাইয়ের পেটের অসুস্থতার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালে তিনি মধু পান করানোর নির্দেশ দেন। কয়েকবার পান করানোর পর আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুস্থ হয়ে যায়।

— সহিহ আল-বুখারি, ৫৬৮৪

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে—উপকারের মাধ্যম গ্রহণ করা এবং ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া।

মৌমাছি আমাদের তাওয়াক্কুলের কথাও মনে করিয়ে দেয়। সে ফুলের সন্ধানে বের হয়, পরিশ্রম করে, কিন্তু তার রিযিকের প্রকৃত মালিক সে নয়। আল্লাহই তাকে রিযিক দেন এবং

তার মাধ্যমে অন্যদেরও রিযিক পৌঁছে দেন।

একজন মুমিনের জীবনেও একই ভারসাম্য থাকা উচিত—সে চেষ্টা করবে, পরিশ্রম করবে, বৈধ উপায় গ্রহণ করবে; কিন্তু অন্তরকে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল রাখবে।

আর সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো—আল্লাহ কুরআনে মৌমাছির কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআন শুধু বড় বড় সৃষ্টি নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে বলেনি; বরং একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর জীবনেও চিন্তার উপাদান রেখেছে।

আল্লাহ বলেন,

> নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০

তাই কোনোদিন ফুলের ওপর একটি মৌমাছিকে দেখলে শুধু একটি পোকা হিসেবে দেখবেন না। একটু থামুন। ভাবুন—কে তাকে পথ দেখায়? কে তাকে ফুল চিনতে শেখায়? কে তাকে মধু তৈরির ব্যবস্থা দিয়েছেন? আর কে সেই মধুকে মানুষের জন্য উপকারী করেছেন?

একটি ক্ষুদ্র মৌমাছি নীরবে আমাদের শেখায়—আল্লাহর সৃষ্টি যত ছোটই হোক, তার ভেতর লুকিয়ে থাকতে পারে অসীম প্রজ্ঞার নিদর্শন। আর এক ফোঁটা মধুও হতে পারে কৃতজ্ঞ হৃদয়ের জন্য আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের একটি স্মারক।

লে খা ১৪

পিঁপড়া

১৪

পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও দলগত কাজ

কুরআনের আলোকে ক্ষুদ্র এক প্রাণীর অসাধারণ শিক্ষা

একটি ছোট্ট পিঁপড়া। মানুষের তুলনায় তার আকার কতই না ক্ষুদ্র! অথচ এই ক্ষুদ্র প্রাণীটির জীবনযাপন দেখলে মানুষ বিস্মিত হয়। তারা দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে, খাবার সংগ্রহ করে, নিজেদের আবাস তৈরি করে এবং বিপদের সময় একে অপরকে সতর্ক করে।

কুরআন এই ছোট্ট প্রাণীটির কথাও উল্লেখ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> অবশেষে যখন তারা পিঁপড়ার উপত্যকায় পৌঁছাল, তখন একটি পিঁপড়া বলল, ‘হে পিঁপড়ারা! তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ করো, যেন সুলাইমান ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদের পিষে না ফেলে।’
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:১৮

কী আশ্চর্য একটি দৃশ্য!

একটি পিঁপড়া বিপদ আসতে দেখে নিজের দলকে সতর্ক করল। সে শুধু নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবেনি; বরং অন্যদেরও বাঁচানোর চেষ্টা করেছে।

আরও বিস্ময়ের বিষয় হলো, কুরআন এই ঘটনার পর হযরত সুলাইমান (আ.)-এর প্রতিক্রিয়াও উল্লেখ করেছে। তিনি পিঁপড়ার কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

আল্লাহ বলেন,

> তখন তিনি তার কথায় মুচকি হাসলেন এবং বললেন, ‘হে আমার রব! আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা

> আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন।'
>
> — সূরা আন-নামল, ২৭:১৯

এখানে আমাদের জন্য একটি গভীর শিক্ষা আছে। একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও আল্লাহর সৃষ্টি, আর তার আচরণ একজন মহান নবীকে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

পিঁপড়ার জীবন আমাদের পরিশ্রমের শিক্ষা দেয়। ছোট্ট দেহ নিয়ে সে খাবার সংগ্রহ করে, নিজের প্রয়োজন মেটায় এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেয়। তার চলার মধ্যে অলসতার কোনো স্থান নেই।

এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—রিযিক আল্লাহর হাতে হলেও তার জন্য বৈধ উপায় অবলম্বন করা মানুষের দায়িত্ব।

পিঁপড়ার জীবন আমাদের শৃঙ্খলার শিক্ষাও দেয়। তারা এলোমেলোভাবে নয়, একটি সংগঠিত ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করে। প্রত্যেকের নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে এবং সম্মিলিতভাবে তারা নিজেদের কলোনিকে টিকিয়ে রাখে।

মানুষের সমাজেও যদি প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, অন্যের অধিকার রক্ষা করে এবং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে, তাহলে সমাজ অনেক বেশি সুন্দর ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পিঁপড়া আমাদের দলগত কাজের গুরুত্বও শেখায়। একটি পিঁপড়ার পক্ষে যে কাজ কঠিন, অনেকগুলো পিঁপড়া একসঙ্গে সেটিই সহজ করে ফেলে।

এখানে মানুষের জন্যও শিক্ষা আছে—সব কাজ একা করা সম্ভব নয়। পরিবার, সমাজ ও উম্মাহর কল্যাণে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।
>
> — সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২

পিঁপড়ার সবচেয়ে সুন্দর শিক্ষাগুলোর একটি হলো—নিজের সঙ্গে অন্যের কল্যাণকেও যুক্ত করা।

সে বিপদ দেখলে সতর্ক করে। খাবার পেলে একা ভোগ না করে দলগত ব্যবস্থায় নিয়ে যায়। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সে তার সমাজে অবদান রাখে।

একজন মুমিনের জীবনও এমন হওয়া উচিত। সে শুধু নিজের সফলতার কথা ভাববে না; বরং পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ এবং অন্য মানুষের কল্যাণের কথাও চিন্তা করবে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করে দেবেন।
>
> — সহিহ মুসলিম, ২৬৯৯

একটি ক্ষুদ্র পিঁপড়ার জীবন তাই আমাদের সামনে বড় কিছু প্রশ্ন রেখে যায়।

> আমি কি পরিশ্রমী ?
>
> আমি কি নিজের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করি ?
>
> বিপদে অন্যকে সতর্ক করি ?
>
> অন্যের উপকারে আসি ?
>
> নাকি শুধু নিজের কথাই ভাবি ?

আল্লাহর সৃষ্টি কখনোই অর্থহীন নয়। আকাশের বিশালতা যেমন তাঁর মহিমার নিদর্শন, তেমনি মাটির ওপর চলতে থাকা একটি ক্ষুদ্র পিঁপড়াও তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাক্ষ্য বহন করে।

একটি ছোট্ট পিঁপড়া আমাদের শেখায়—আকারে ছোট হওয়া কোনো সমস্যা নয়; নিষ্ঠা, পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও কল্যাণের কাজে বড় হওয়াটাই আসল।

লে খা ১৫

রাত ও দিন

১৫

পরিবর্তনের মধ্যে বিশ্রাম, কর্ম ও আল্লাহর নিদর্শন

কুরআনের আলোকে রাতের প্রশান্তি, দিনের কর্মচাঞ্চল্য ও সময়ের শিক্ষা

দিনের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে। ব্যস্ত রাস্তা শান্ত হতে শুরু করে, পাখিরা নীড়ে ফিরে যায়, মানুষ দিনের কাজ শেষ করে ঘরে ফেরে। তারপর রাত নামে—চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে নীরবতা।

কয়েক ঘণ্টা পর আবার পূর্ব আকাশে আলো ফুটে ওঠে। অন্ধকার সরে যায়, মানুষ জেগে ওঠে, কর্মচাঞ্চল্যে পৃথিবী আবার পূর্ণ হয়ে যায়।

এভাবেই প্রতিদিন রাত আসে, দিন আসে। আমরা এতবার এই দৃশ্য দেখি যে এর বিস্ময় অনেক সময় অনুভবই করি না। অথচ কুরআন আমাদের এই সাধারণ দৃশ্যের মধ্যেও আল্লাহর অসাধারণ নিদর্শন দেখতে শেখায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০

রাত ও দিনের এই পরিবর্তন কোনো এলোমেলো ঘটনা নয়। এর মধ্যে রয়েছে নিখুঁত নিয়ম, ভারসাম্য ও নির্ধারিত ব্যবস্থা।

আল্লাহ বলেন,

> তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান।
>
> — সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:৬

আবার আল্লাহ বলেন,

> তিনি রাত ও দিনকে পরস্পরের উত্তরসূরি করেছেন—তার জন্য, যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়।
>
> — সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৬২

কী সুন্দর শিক্ষা!

একটি রাত চলে যায়, তার জায়গায় আসে দিন। আবার দিন চলে যায়, ফিরে আসে রাত। এভাবে প্রতিটি দিন আমাদের সামনে নতুন সময় নিয়ে আসে, আর প্রতিটি রাত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—জীবন থেকেও আরেকটি দিন কমে গেল।

রাতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—বিশ্রাম।

আল্লাহ বলেন,

> তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণস্বরূপ, ঘুমকে করেছেন বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন জাগরণের সময়।
>
> — সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৪৭

রাত যেন পৃথিবীর ওপর একটি চাদর বিছিয়ে দেয়। দিনের ব্যস্ততার পর শরীর ও মন বিশ্রামের সুযোগ পায়।

আল্লাহ আরও বলেন,

> আমি তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম।
>
> — সূরা আন-নাবা, ৭৮:৯

ঘুম আমাদের জন্য কত বড় নিয়ামত—অসুস্থ হলে আমরা তা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি। ক্লান্ত শরীর কয়েক ঘণ্টা ঘুমানোর পর আবার সতেজ হয়ে ওঠে। অথচ আমরা প্রতিদিন ঘুমাই, কিন্তু এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া কতবার আদায় করি?

অন্যদিকে দিনের রয়েছে নিজস্ব ভূমিকা।

আল্লাহ বলেন,

> আর দিনকে করেছি জীবিকার সময়।
>
> — সূরা আন-নাবা, ৭৮:১১

দিনের আলো মানুষকে কাজের সুযোগ দেয়। কৃষক মাঠে যায়, শ্রমিক কাজে বের হয়, শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে, ব্যবসায়ী ব্যবসা করে—জীবন আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অর্থাৎ আল্লাহ রাত ও দিনকে মানুষের জীবনের জন্য পরস্পর পরিপূরক করে দিয়েছেন—রাতে বিশ্রাম, দিনে কর্ম।

তবে রাত শুধু ঘুমের জন্য নয়। মুমিনের জন্য রাত হতে পারে আল্লাহর সঙ্গে একান্ত সম্পর্কের সময়ও।

আল্লাহ বলেন,

> নিশ্চয়ই রাতের বেলা জাগরণ মনকে অধিক সংযত করে এবং কথাকে অধিক স্পষ্ট করে।
>
> — সূরা আল-মুযযাম্মিল, ৭৩:৬

আর রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم রাতের নামাজকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নিজে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং সাহাবিদেরও রাতের ইবাদতে উৎসাহিত করতেন।

তাই রাতের নীরবতা একজন মুমিনের জন্য শুধু বিশ্রামের নয়; কখনো কখনো এটি দোয়া, কুরআন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ও আত্মসমালোচনারও সময়।

রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে সময়ের ক্ষণস্থায়িত্বের শিক্ষাও রয়েছে।

আজকের সকাল একসময় সন্ধ্যায় পরিণত হবে। আজকের রাতও একসময় শেষ হবে। একইভাবে মানুষের জীবনও শৈশব থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্য এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন,

> প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫

তাই প্রতিটি সূর্যোদয় শুধু নতুন দিনের শুরু নয়—এটি নতুন একটি সুযোগ। আর প্রতিটি সূর্যাস্ত শুধু দিনের সমাপ্তি নয়—এটি জীবনের একটি অংশ কমে যাওয়ার স্মারক।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত—সুস্থতা ও অবসর।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, ৬৪১২

সময়কে তাই অবহেলা করা উচিত নয়।

রাতের বিশ্রাম যেন আমাদের আগামী দিনের শক্তি জোগায়, আর দিনের কর্ম যেন আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণের দিকে এগিয়ে নেয়।

আল্লাহ বলেন,

> আর তোমার দুনিয়ার জীবনে যা আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।
>
> — সূরা আল-কাসাস, ২৮:৭৭

অর্থাৎ ইসলাম মানুষকে শুধু দুনিয়া ছেড়ে দিতে বলেনি, আবার দুনিয়াতেই ডুবে যেতে বলেনি। বরং ভারসাম্য শিখিয়েছে—কাজ করবে, বিশ্রাম নেবে, পরিবারকে সময় দেবে, রিযিকের চেষ্টা করবে এবং একই সঙ্গে আখিরাতের প্রস্তুতিও নেবে।

একদিন হয়তো আমাদের জীবনের শেষ রাত আসবে। এরপর আর কোনো নতুন সকাল আমাদের জন্য পৃথিবীতে আসবে না।

তাই আজকের রাতটি যেন কেবল ঘুমিয়ে পার না হয়ে যায়—আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ হোক। আর আগামী সকালটি যেন শুধু ব্যস্ততার শুরু না হয়—আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নতুন করে পথচলার শুরু হোক।

রাত ও দিন প্রতিদিন নীরবে আমাদের একটি বার্তা দিয়ে যাচ্ছে—সময় থেমে নেই, জীবনও থেমে নেই। রাত বিশ্রামের জন্য, দিন কর্মের জন্য; আর উভয়ই আল্লাহর নিদর্শন ও আমাদের জন্য একেকটি নতুন সুযোগ।

রাত আসে, দিন যায়—কিন্তু মুমিনের পথচলা হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে।

লে খা ১৬

পাখি

১৬

আকাশে উড্ডয়নের বিস্ময়

কুরআনের আলোকে পাখির উড্ডয়ন, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর কুদরত

ভোরের আকাশ। সূর্যের আলো তখনও পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েনি। হঠাৎ একটি পাখি ডানা মেলে উড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আরও কয়েকটি পাখি তার সঙ্গে যোগ দিল। কেউ ডানা ঝাপটিয়ে ওপরে উঠছে, কেউ বাতাসের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, কেউ আবার দূর আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমরা প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখি। এত পরিচিত যে বিস্মিত হওয়াও ভুলে যাই। অথচ একটি পাখির আকাশে উড়ে চলার দৃশ্যের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর কুদরতের এক অপূর্ব নিদর্শন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তারা কি তাদের ওপরের আকাশের দিকে তাকায় না—কীভাবে আমি তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি, আর তাতে কোনো ফাটল নেই?
>
> — সূরা ক্বাফ, ৫০:৬

আর পাখিদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

> তারা কি তাদের ওপরের পাখিদের দেখে না, যারা ডানা মেলে ও গুটিয়ে নেয়? পরম করুণাময় ছাড়া কেউ তাদের ধরে রাখে না। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু দেখেন।
>
> — সূরা আল-মুলক, ৬৭:১৯

কী গভীর একটি দৃশ্য!

পাখি ডানা মেলে আকাশে উড়ে। কখনো ডানা প্রসারিত করে, কখনো গুটিয়ে নেয়। বাতাসের স্রোত ব্যবহার করে দূরত্ব অতিক্রম করে। অথচ আল্লাহ বলেন, তাদের ধরে রাখার প্রকৃত ক্ষমতা তাঁরই।

পাখির শরীরও উড্ডয়নের জন্য বিস্ময়করভাবে উপযোগী। তার হালকা কিন্তু শক্তিশালী কঙ্কাল, ডানার গঠন, পালকের বিন্যাস এবং পেশির সমন্বিত কাজ—সবকিছু মিলেই তাকে আকাশে চলার উপযোগী করে তুলেছে।

কুরআন মানুষকে এসব সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতে বলে।

আল্লাহ বলেন,

> তারা কি আকাশে (উড়ন্ত অবস্থায়) নিয়োজিত পাখিগুলোর দিকে তাকায় না? আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখে না। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনবলী রয়েছে সেই কওমের জন্য যারা বিশ্বাস করে।
>
> — সূরা আন-নাহল, ১৬:৭৯

পাখির উড্ডয়ন শুধু আল্লাহর কুদতের নিদর্শন নয়; এর মধ্যে তাওয়াক্কুলের একটি সুন্দর শিক্ষাও রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে তিনি তোমাদের এমনভাবে রিযিক দিতেন যেমন পাখিদের দেন। তারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে।
>
> — জামে আত-তিরমিজি, ২৩৪৪

খেয়াল করুন—পাখি বাসায় বসে থেকে রিযিকের অপেক্ষা করে না। সে সকালে বের হয়। খোঁজ করে, উড়ে বেড়ায়, চেষ্টা করে। তারপর আল্লাহ তার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

এখানেই তাওয়াক্কুলের প্রকৃত শিক্ষা।

তাওয়াক্কুল মানে চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া নয়। বরং নিজের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা এবং ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা।

একজন মানুষ যদি পাখির মতো সকালে বের হয়ে বৈধ রিযিকের সন্ধান করে, পরিশ্রম করে এবং অন্তরে বিশ্বাস রাখে যে রিযিকের প্রকৃত মালিক আল্লাহ—তাহলে তার জীবনেও এই হাদিসের শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়।

পাখির উড্ডয়ন আমাদের স্বাধীনতা ও সীমাবদ্ধতার কথাও মনে করিয়ে দেয়। পাখি আকাশে উড়তে পারে, কিন্তু তারও নির্দিষ্ট সীমা আছে। সে আল্লাহর তৈরি নিয়মের বাইরে যেতে পারে না।

মানুষও স্বাধীন ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের অধিকার পেয়েছে, কিন্তু সে আল্লাহর সৃষ্ট জগতের নিয়মের বাইরে নয়।

আল্লাহ বলেন,

> আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।
>
> — সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:২

পাখিরা শুধু উড়েই বেড়ায় না; তারা নিজেদের বাসা তৈরি করে, সন্তান লালন করে, দূর-দূরান্তে পরিযান করে এবং পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের জীবনও আল্লাহর নির্ধারিত এক সূক্ষ্ম ব্যবস্থার অংশ।

কুরআন আরও বলে,

> পৃথিবীতে বিচরণকারী কোনো প্রাণী এবং নিজ ডানায় উড়ে এমন কোনো পাখি নেই —যারা তোমাদের মতো একেকটি জাতি নয়।
>
> — সূরা আল-আনআম, ৬:৩৮

অর্থাৎ পাখিদেরও নিজস্ব জগত, জীবনব্যবস্থা ও আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে।

তাই কোনোদিন আকাশে উড়ে যাওয়া একটি পাখিকে দেখলে শুধু তার সৌন্দর্য উপভোগ করে থেমে যাবেন না। একটু চিন্তা করুন—কে তাকে ডানা দিয়েছেন? কে তাকে উড়তে শিখিয়েছেন? কে বাতাস সৃষ্টি করেছেন? কে তার রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন?

আর নিজের জীবন নিয়েও ভাবুন।

> আমি কি পাখির মতো চেষ্টা করি?
>
> আমি কি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করি?
>
> আমি কি জানি—আমার রিযিকের প্রকৃত মালিক কে?

আকাশে উড়ে যাওয়া একটি পাখি যেন নীরবে আমাদের বলে যায়—ডানা তোমার হাতে নেই, আকাশও তোমার হাতে নেই; কিন্তু যিনি ডানা দিয়েছেন এবং আকাশ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ওপর ভরসা করে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করতে পারো।

পাখির উড্ডয়ন তাই শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়; এটি আল্লাহর কুদরত, রিযিক, তাওয়াক্কুল এবং তাঁর ওপর নির্ভরতার এক জীবন্ত শিক্ষা।

লে খা ১৭

মানুষের সৃষ্টি

১৭

নিজের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবনা

কুরআনের আলোকে মানুষ কোথা থেকে এলো, কেন এলো এবং কোথায় যাবে

একবার একটু নিজের দিকে তাকান।

আপনি কে?

এই শরীরটি কোথা থেকে এলো? যে হৃদয় কোনো সচেতন নির্দেশ ছাড়াই সারাক্ষণ স্পন্দিত হচ্ছে, যে চোখ দিয়ে আপনি পৃথিবীর রং দেখছেন, যে মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করছেন—এসবের শুরু কোথায়?

একদিন আপনি ছিলেন না। পৃথিবী চলছিল, মানুষ চলছিল, সময় এগিয়ে যাচ্ছিল। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি অস্তিত্ব লাভ করলেন। একজন মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে এলেন, বেড়ে উঠলেন, চিনতে শিখলেন, ভালোবাসতে শিখলেন, স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন।

কুরআন মানুষকে বারবার নিজের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতে আহ্বান জানায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অতঃপর সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী!
>
> — সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৭৭

মানুষের শুরু কত ক্ষুদ্র! অথচ সেই ক্ষুদ্র সূচনা থেকেই গড়ে ওঠে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ—হৃদয়, মস্তিষ্ক, চোখ, কান, হাড়, পেশি, রক্তনালি এবং অসংখ্য জটিল ব্যবস্থা।

আল্লাহ বলেন,

> নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। অতঃপর তাকে শুক্রবিন্দু হিসেবে এক নিরাপদ স্থানে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রবিন্দুকে আলাকাহতে পরিণত করেছি, অতঃপর আলাকাহকে মুদগাহতে পরিণত করেছি; তারপর মুদগাহ থেকে অস্থি

> সৃষ্টি করেছি এবং অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টি হিসেবে গড়ে তুলেছি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়।
>
> — সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:১২–১৪

এখানে মানুষের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের উদ্দেশ্য শুধু মানবভ্রূণের জীববৈজ্ঞানিক বিবরণ দেওয়া নয়; বরং মানুষকে তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করানো—যাতে সে বুঝতে পারে, তার অস্তিত্ব নিজে নিজে আসেনি।

আল্লাহ আরও বলেন,

> হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর আলাকাহ থেকে, তারপর পূর্ণ ও অপূর্ণ আকৃতির মাংসপিণ্ড থেকে—যাতে তোমাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করি।
>
> — সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৫

মানুষের দেহের দিকে তাকালে আরও বিস্ময় দেখা যায়।

একটি ক্ষুদ্র ভ্রূণ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। জন্মের পর একটি শিশু কিছুই করতে পারে না। সে অন্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তারপর সে হাঁটতে শেখে, কথা বলতে শেখে, চিন্তা করতে শেখে। একসময় সে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহ তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না; আর তিনি তোমাদের জন্য শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।
>
> — সূরা আন-নাহল, ১৬:৭৮

লক্ষ করুন—কুরআন এখানে শুধু চোখ ও কান উল্লেখ করেনি; মানুষের উপলব্ধি ও চিন্তার ক্ষমতার কথাও স্মরণ করিয়েছে।

আমরা চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, কিন্তু দেখা ও শোনার অর্থ বোঝা—এটি আরও গভীর এক নিয়ামত।

আর মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি তার মর্যাদার কথাও আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

> নিশ্চয়ই আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি।
>
> — সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭০

মানুষকে আল্লাহ শুধু দেহ দেননি; দিয়েছেন বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা এবং সত্য-মিথ্যা বোঝার সামর্থ্য।

কিন্তু এত মর্যাদা পাওয়ার পরও মানুষ যেন নিজের উৎস ভুলে না যায়।

আল্লাহ বলেন,

> মানুষ তার খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করুক।
>
> — সূরা আবাসা, ৮০:২৪

একটি ছোট্ট আয়াতের মধ্যেও রয়েছে গভীর শিক্ষা—নিজের অস্তিত্ব, খাদ্য, জীবন ও চারপাশের পৃথিবী নিয়ে চিন্তা করা ঈমানকে জাগ্রত করতে পারে।

মানুষের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করলে আরেকটি প্রশ্ন সামনে আসে—আল্লাহ আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

কুরআন এর উত্তরও দিয়েছে:

> আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।
>
> — সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬

অর্থাৎ মানুষের জীবন কেবল খাওয়া, ঘুমানো, পড়াশোনা, চাকরি, সম্পদ অর্জন, পরিবার গঠন এবং একদিন মৃত্যুবরণ করার জন্য নয়। এসব জীবনের অংশ; কিন্তু জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

আর এই পৃথিবীর জীবন চিরস্থায়ীও নয়।

আল্লাহ বলেন,

> প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫

একদিন এই দেহ মাটিতে ফিরে যাবে। কিন্তু মানুষের যাত্রা সেখানেই শেষ নয়। কুরআন পুনরুত্থান, হিসাব এবং আখিরাতের কথা জানায়।

তাই নিজের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা শুধু বিজ্ঞান বা দর্শনের বিষয় নয়; এটি আত্মপরিচয়েরও বিষয়।

> আমি কোথা থেকে এসেছি?
>
> কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন?
>
> কেন আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?
>
> আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?
>
> মৃত্যুর পর আমার কী হবে?

যে মানুষ সত্যিকার অর্থে এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করে, তার কাছে জীবন আর অর্থহীন মনে হয় না।

সে বুঝতে শেখে—আমি আকস্মিকভাবে অস্তিত্বে আসিনি। আমি আল্লাহর সৃষ্টি। আমার জীবন একটি আমানত। আমার প্রতিটি মুহূর্তের মূল্য আছে। আর একদিন আমাকে আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

> হে মানুষ, তোমার রব পর্যন্ত (পৌঁছতে) অবশ্যই তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে।
>
> — সূরা আল-ইনশিকাক, ৮৪:৬

তাই আজ আয়নায় নিজের মুখ দেখার সময় শুধু চেহারা দেখবেন না। একবার নিজের অস্তিত্বের গভীরে তাকান।

একদিন আমি ছিলাম না। আল্লাহ আমাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। আজ আমি বেঁচে আছি তাঁর দেওয়া অসংখ্য নিয়ামত নিয়ে। আর একদিন আমাকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

নিজেকে জানা তাই শুধু নিজের পরিচয় জানা নয়—নিজের স্রষ্টাকে চেনার পথেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

লে খা ১৮

গীবত

১৮

অন্যের অনুপস্থিতিতে জিহ্বার পরীক্ষা

কখনো কখনো কয়েকজন মানুষ একসঙ্গে বসে কথা বলছে। শুরুতে কথাগুলো খুব সাধারণ—কারও কাজের কথা, কারও আচরণ, কারও ব্যক্তিগত বিষয়। তারপর হঠাৎ এমন একজনের কথা উঠল, যিনি সেখানে উপস্থিত নেই। একজন বলল, "লোকটা আসলে এমনই..." আরেকজন তার কোনো একটি দুর্বলতার কথা বলল। তৃতীয়জন হয়তো বলল, "আমি তো সত্য কথাই বলছি!"

কথাগুলো শুনতে সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু এখানেই মানুষের জিহ্বার একটি কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়। কারণ যার কথা বলা হচ্ছে, সে সেখানে নেই; নিজের পক্ষে কিছু বলার সুযোগও তার নেই। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমরা অনেক সময় এমন কথাকে নিছক আলোচনা মনে করি, অথচ ইসলাম সেটিকে অত্যন্ত ভয়াবহ অপরাধ হিসেবে সতর্ক করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো; নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা ঘৃণা করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
>
> — সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১২

কুরআন গীবত বোঝাতে এমন একটি উপমা দিয়েছে, যা শুনলেই মানুষের অন্তর কেঁপে ওঠে—মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া।

কেন এমন কঠিন উপমা?

কারণ গীবত শুধু কয়েকটি শব্দ উচ্চারণের বিষয় নয়। এর মধ্যে একজন অনুপস্থিত মানুষের সম্মানকে আঘাত করা, তার দুর্বলতাকে প্রকাশ করা এবং তার অনুপস্থিতির সুযোগ নেওয়া রয়েছে। সে হয়তো জানতেই পারছে না যে, তার সম্পর্কে কোথায় কী বলা হচ্ছে। ঠিক যেমন মৃত ব্যক্তি নিজের দেহের ওপর সংঘটিত কোনো কাজ প্রতিহত করতে পারে না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তিও সেই মুহূর্তে নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم গীবতের সংজ্ঞা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দিয়েছেন। তিনি সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা কি জানো, গীবত কী?" তাঁরা বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, "তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে।" সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যা বলছি, তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থাকে?" তিনি صلى الله عليه وسلم বললেন, "তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি তার গীবত করেছ; আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছ।"

— সহিহ মুসলিম, ২৫৮৯

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়—"আমি তো সত্য কথাই বলেছি"—এই যুক্তি গীবতকে বৈধ করে না। বরং কথাটি সত্য হলে সেটি গীবত, আর মিথ্যা হলে তা আরও গুরুতর —অপবাদ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গীবত অনেক সূক্ষ্মভাবে ঢুকে পড়ে। কখনো বন্ধুর আড্ডায়, কখনো পরিবারের আলোচনায়, কখনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কখনো কর্মক্ষেত্রে। কখনো কারও চেহারা, পোশাক, কথা বলার ধরন, পড়াশোনা, পারিবারিক অবস্থা বা কোনো ভুল নিয়ে আলোচনা হয়। কখনো আবার বলা হয়, "আমি কিন্তু কাউকে বলব না..."—তারপর সেই কথাই আরেকজনের কাছে পৌঁছে যায়।

কখনো গীবত সরাসরি কথায় হয়, আবার কখনো ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গি, অনুকরণ কিংবা এমন একটি হাসির মাধ্যমেও হতে পারে, যার উদ্দেশ্য অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ছোট করা। জিহ্বা নীরব থাকলেও মানুষের আচরণ কখনো অন্যের সম্মানকে আঘাত করতে পারে।

তাই মুমিনের জন্য শুধু "আমি কী বলছি?"—এই প্রশ্ন যথেষ্ট নয়। তাকে আরও ভাবতে হবে —"আমি কার সম্পর্কে বলছি? কেন বলছি? সে সামনে থাকলে কি একই কথা বলতে

পারতাম ? সে শুনলে কি কষ্ট পেত ?”

কুরআনের এই আয়াত শুধু গীবত নিষেধ করেনি; তার আগে সন্দেহ ও গোপন বিষয় অনুসন্ধান থেকেও বিরত থাকতে বলেছে। কারণ অনেক সময় গীবতের শুরু হয় সন্দেহ থেকে। কারও সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনেই একটি ধারণা তৈরি হয়। তারপর তার ব্যক্তিগত বিষয় জানার চেষ্টা করা হয়। এরপর সেই তথ্য অন্যদের কাছে আলোচনা করা হয়। এভাবেই সন্দেহ, অনুসন্ধান ও গীবত মানুষের সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়।

আজকের সময়ে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষের সামনে বসে কথা বলার পাশাপাশি এখন ফোন, মেসেজ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন অনলাইন গ্রুপেও মানুষের অনুপস্থিতিতে তার আলোচনা করা যায়। একটি কথার জন্য কয়েক সেকেন্ডই যথেষ্ট; কিন্তু সেই কথার প্রভাব অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে।

একজন মুমিন তাই কথা বলার আগে থেমে যায়। সে জানে, একটি বাক্য হয়তো তার কাছে সামান্য; কিন্তু আল্লাহর কাছে তার হিসাব আছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।
>
> — সূরা কাফ, ৫০:১৮

এই আয়াত আমাদের জিহ্বার প্রতি সতর্ক করে। আমরা হয়তো একটি কথা বলেই ভুলে যাই, কিন্তু তা আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে চলে যায় না।

তবে গীবত থেকে বাঁচার অর্থ এই নয় যে কোনো মানুষের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সত্য কথা কখনো বলা যাবে না। কাউকে অন্যায় থেকে সতর্ক করা, কারও ক্ষতি থেকে কাউকে রক্ষা করা, ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া বা কোনো বৈধ প্রয়োজনের কারণে বিষয়টি জানানো—এসব ক্ষেত্রে শরিয়তের বিস্তারিত বিধান রয়েছে। তাই প্রত্যেক কথাকে গীবত বলে ফেলা যেমন ঠিক নয়, তেমনি “প্রয়োজন” বা “সত্য কথা” বলে নিজের জিহ্বার অবাধ ব্যবহার করাও ঠিক নয়। নিয়ত, প্রয়োজন, পদ্ধতি ও পরিণতি বিবেচনা করা জরুরি।

গীবত থেকে বাঁচার একটি সুন্দর উপায় হলো—যখন কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির আলোচনা শুরু হয়, তখন নিজের কথাকে নিয়ন্ত্রণ করা। সম্ভব হলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা, নীরব থাকা অথবা সুন্দরভাবে বলা, "ভাই, তিনি এখানে নেই; তাঁর সম্পর্কে এভাবে কথা না বলাই ভালো।" এটি সহজ নয়। কখনো মনে হতে পারে, এতে আড্ডার আনন্দ নষ্ট হবে। কিন্তু একজন মুমিনের কাছে মানুষের সাময়িক হাসির চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি বেশি মূল্যবান।

আর যদি কখনো নিজের মুখ থেকে গীবত বেরিয়ে যায়, তখন হতাশ হওয়ার পরিবর্তে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে থামিয়ে তওবা করা উচিত। কারণ আয়াতের শেষেই আল্লাহ বলেছেন —"নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

হয়তো আজ আমরা কারও সামনে বসে তার প্রশংসা করছি, কিন্তু সে চলে যাওয়ার পর তার সমালোচনা শুরু করছি। অথচ আমরা জানি না—সে আমাদের চেয়ে আল্লাহর কাছে কত বেশি প্রিয় হতে পারে। মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে তার মর্যাদা নির্ধারণ করার অধিকার আমাদের নেই।

তাই কোনো আড্ডায় যখন কারও অনুপস্থিতিতে তার কথা উঠবে, তখন একটু থামুন। নিজের জিহ্বাকে প্রশ্ন করুন—আমি কি এমন কিছু বলতে যাচ্ছি, যা সে শুনলে অপছন্দ করবে? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে নীরব হয়ে যাওয়াই হয়তো সেই মুহূর্তের সবচেয়ে সুন্দর আমল।

কারণ জিহ্বা ছোট, কিন্তু তার দায়িত্ব বড়। একটি শব্দ মানুষকে সম্মানিত করতে পারে, আবার একটি শব্দ মানুষের সম্মান নষ্ট করতে পারে। একটি বাক্য বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে, আবার একটি বাক্য সম্পর্ক ভেঙে দিতে পারে। আর একটি অনুপস্থিত মানুষের বিরুদ্ধে বলা কয়েকটি শব্দ—আমাদের অজান্তেই আমাদের আমলনামায় একটি গুরুতর গুনাহ হিসেবে লেখা হয়ে যেতে পারে।

গীবত থেকে বেঁচে থাকা শুধু অন্যের সম্মান রক্ষা করা নয়; এটি নিজের ঈমান, নিজের আমল এবং নিজের অন্তরকে রক্ষা করা।

তাই আজ থেকে যখন কোনো মানুষ আমাদের সামনে থাকবে না, তখন তার সম্মান যেন আমাদের জিহ্বার আমানত হয়ে যায়।

যে মানুষ অন্যের অনুপস্থিতিতেও তার সম্মান রক্ষা করে, সে-ই নিজের জিহ্বার প্রকৃত হিফাজত করতে পেরেছে।

লে খা ১৯

নিজেকে সংশোধন

১৯

পরিবর্তন শুরু হয় নিজের ভেতর থেকে

সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা নিজের চেহারা দেখি। চুল ঠিক আছে কি না, পোশাক ঠিক আছে কি না, মুখে কোনো দাগ আছে কি না—সবকিছু খেয়াল করি। সামান্য ত্রুটি চোখে পড়লেও আমরা তা ঠিক করার চেষ্টা করি। কারণ আমরা চাই, আয়নায় নিজের চেহারাটা সুন্দর দেখাক।

কিন্তু এমন একটি আয়না আছে, যার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা নয়, নিজের অন্তরকে দেখা প্রয়োজন। সেখানে প্রশ্ন করতে হয়—আমার চরিত্র কেমন? আমার কথা কেমন? আমার নামাজ কেমন? মানুষের সঙ্গে আমার আচরণ কেমন? আমি গোপনে যেমন, প্রকাশ্যেও কি তেমন? আমার অন্তরে অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ কিংবা লোভ জমে আছে কি না?

মানুষ অন্যের ভুল খুব সহজে দেখতে পায়। কারও রাগ চোখে পড়ে, কারও অহংকার চোখে পড়ে, কারও অলসতা নিয়ে আমরা কথা বলি। কিন্তু নিজের ভেতরের ত্রুটিগুলো দেখতে গেলে আমাদের অনেক সময় অস্বস্তি হয়। অথচ কুরআন মানুষকে পরিবর্তনের শুরুটা অন্যের কাছ থেকে নয়, নিজের কাছ থেকেই করতে শেখায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।
>
> — সূরা আর-রাদ, ১৩:১১

এই আয়াত আমাদের সামনে পরিবর্তনের একটি গভীর সত্য তুলে ধরে। আমরা অনেক সময় চাই—পরিবার বদলে যাক, সমাজ বদলে যাক, মানুষ ভালো হয়ে যাক, পরিবেশ ঠিক হয়ে যাক। কিন্তু নিজের ভেতরের পরিবর্তনের কথা কতবার ভাবি?

একজন ছাত্র হয়তো বলে, "আমার পড়াশোনার পরিবেশ ভালো নয়।" একজন মানুষ বলে, "আমার চারপাশের মানুষগুলো আমাকে বুঝতে পারে না।" কেউ অভিযোগ করে, "সমাজটাই খারাপ।" এসব সমস্যার বাস্তবতা থাকতে পারে। কিন্তু একজন মুমিনের প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত—আমি নিজে কী পরিবর্তন করতে পারি?

পরিবর্তন সবসময় বড় কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে শুরু হয় না। কখনো তা শুরু হয় একটি ছোট সিদ্ধান্ত দিয়ে—আজ মিথ্যা বলব না। আজ কারও গীবত করব না। আজ নামাজ অবহেলা করব না। আজ বাবা-মায়ের সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলব। আজ সময় নষ্ট না করে প্রয়োজনীয় কাজটি শেষ করব। আজ রাগের মুহূর্তে নিজেকে থামাব।

ছোট ছোট সংশোধনই একসময় মানুষের চরিত্রে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

> যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে-ই সফল হয়েছে।
>
> — সূরা আশ-শামস, ৯১:৯

আর পরের আয়াতেই বলেন,

> আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়েছে।
>
> — সূরা আশ-শামস, ৯১:১০

এখানে 'নিজেকে পরিশুদ্ধ করা' বলতে শুধু বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা বোঝানো হয়নি। মানুষের অন্তর, চরিত্র ও আমলকে পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ একজন মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য শুধু তার চেহারায় নয়; তার অন্তর ও চরিত্রেও প্রকাশ পায়।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে; তা সঠিক হলে পুরো শরীর সঠিক হয়, আর তা নষ্ট হলে পুরো শরীর নষ্ট হয়। জেনে রেখো, সেটি হলো হৃদয়।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, ৫২; সহিহ মুসলিম, ১৫৯৯

তাই নিজেকে সংশোধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো অন্তর।

হয়তো একজন মানুষ বাইরে থেকে খুব সুন্দরভাবে কথা বলে, কিন্তু অন্তরে অন্যের প্রতি হিংসা পোষণ করে। হয়তো সে মানুষের সামনে বিনয়ী, কিন্তু একা থাকলে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। আবার কেউ হয়তো নিজের কিছু দুর্বলতা নিয়ে লজ্জিত, কিন্তু আল্লাহর কাছে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। মানুষের বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে আল্লাহ মানুষের অন্তর ও আমল সম্পর্কে অধিক অবগত।

নিজেকে সংশোধনের পথে সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি হলো—নিজের ভুল স্বীকার করতে না চাওয়া।

আমরা অনেক সময় ভুল হলে বলি, "সে আগে এমন করেছে।" কেউ আমাদের কষ্ট দিলে আমরা বলি, "আমি তো তার কারণেই এমন করেছি।" কেউ আমাদের ভুল ধরিয়ে দিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থান প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে যাই।

কিন্তু আত্মসংশোধনের শুরু হয় তখনই, যখন মানুষ নিজের ভুলের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে—"হ্যাঁ, এখানে আমার ভুল হয়েছে।"

আদম (আ.)-এর ঘটনাতেও আমরা দেখি, ভুলের পর আল্লাহর দিকে ফিরে আসার শিক্ষা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তারা উভয়ে বলল, 'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।'
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২৩

ভুল মানুষের স্বভাবের অংশ। কিন্তু ভুলের পর কী করা হচ্ছে—সেখানেই পার্থক্য।

একজন মানুষ ভুল করে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করতে পারে, আবার ভুল করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে পারে। প্রথমটি তাকে আরও দূরে নিয়ে যায়; দ্বিতীয়টি তাকে সংশোধনের পথে ফিরিয়ে আনে।

নিজেকে সংশোধন করার জন্য তাই প্রতিদিন কিছু সময় নিজের হিসাব নেওয়া প্রয়োজন। আজ আমি কী বললাম? কাকে কষ্ট দিলাম? কোন গুনাহ করলাম? কোন ভালো কাজ করার সুযোগ পেয়েও করলাম না? আমার সময় কোথায় গেল? আমার চোখ কী দেখল? আমার জিহ্বা কী বলল? আমার অন্তর কার প্রতি কেমন ছিল?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে দেখে, সে আগামীকালের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে।
>
> — সূরা আল-হাশর, ৫৯:১৮

"আগামীকাল" এখানে আখিরাতের দিনের প্রতি ইঙ্গিত করে—যে দিনের জন্য প্রত্যেক মানুষকে নিজের আমল নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে।

এই আত্মপর্যালোচনা মানুষকে অন্যের বিচারক হওয়ার আগে নিজের বিচার করতে শেখায়।

তবে নিজেকে সংশোধন করার অর্থ নিজেকে ঘৃণা করা নয়। বরং নিজের দুর্বলতাকে চিনে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। কেউ যদি নামাজে দুর্বল হয়, সে আজ থেকেই শুরু করতে পারে। কেউ যদি রাগী হয়, সে রাগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে পারে। কেউ যদি সময় নষ্ট করে, সে নিজের সময়কে নতুনভাবে সাজাতে পারে। কেউ যদি কোনো গুনাহে বারবার পড়ে যায়, তবুও তওবার দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে যায় না।

আল্লাহ বলেন,

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদের ভালোবাসেন।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:২২২

তাই পরিবর্তনের জন্য "একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে"—এই অপেক্ষা না করে আজ থেকেই শুরু করা উচিত।

হয়তো আজ আমরা অন্যের ভুল নিয়ে অনেক কথা বলেছি। কিন্তু আজ রাতেই যদি কিছুক্ষণ নীরবে বসে নিজের ভুলগুলোর কথা ভাবি, তাহলে হয়তো বুঝতে পারব—যে মানুষটির সংশোধনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সে হয়তো অন্য কেউ নয়; আমি নিজেই।

সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন সুন্দর। কিন্তু একটি সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে সুন্দর মানুষ দিয়ে। আর সুন্দর মানুষ তৈরি হয় যখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অন্তর, চরিত্র ও আমলকে সংশোধনের চেষ্টা করে।

তাই আয়নার সামনে দাঁড়ালে শুধু মুখের দিকে তাকাব না। মাঝে মাঝে নিজের অন্তরের দিকেও তাকাব।

নিজেকে প্রশ্ন করব—আমি কি গতকালের চেয়ে আজ একটু ভালো মানুষ? আমার রব কি আমার আজকের অবস্থায় সন্তুষ্ট?

যদি উত্তর পুরোপুরি "হ্যাঁ" না হয়, তবুও হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ পরিবর্তনের পথ এখনো খোলা। একটি সত্যিকারের তওবা, একটি ছোট ভালো সিদ্ধান্ত, একটি গুনাহ থেকে বিরত থাকা কিংবা একটি নেক আমল—এগুলোই হতে পারে নতুন জীবনের শুরু।

> পরিবর্তন পৃথিবী থেকে শুরু হয় না।
> পরিবর্তন শুরু হয় মানুষের নিজের ভেতর থেকে।

আর যে ব্যক্তি নিজেকে সংশোধনের পথে এগিয়ে যায়, সে শুধু নিজের জীবনই বদলায় না—তার চরিত্র, পরিবার, সমাজ এবং চারপাশের মানুষদের জীবনেও ধীরে ধীরে পরিবর্তনের আলো ছড়িয়ে পড়ে।

তাই অন্যকে বদলানোর আগে নিজেকে বদলাই। অন্যের হিসাব নেওয়ার আগে নিজের হিসাব নিই। কারণ সত্যিকারের সংশোধনের প্রথম পদক্ষেপ—নিজের ভেতরের দিকে ফিরে তাকানো।

লে খা ২০

বীজ থেকে বৃক্ষ

২০

মৃত মাটি থেকে জীবনের বিস্ময়

বর্ষার পর কোনো এক সকালে গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে গেলে হঠাৎ চোখে পড়ে—গতকালও যে মাটিটা শুকনো ও প্রাণহীন মনে হচ্ছিল, আজ সেখানে ছোট ছোট সবুজ চারা মাথা তুলেছে। কোথা থেকে এলো এই সবুজ? মাটির নিচে পড়ে থাকা একটি ক্ষুদ্র বীজ যেন নীরবে অপেক্ষা করছিল। বৃষ্টি এলো, মাটি ভিজল, তারপর অদৃশ্য এক প্রক্রিয়ায় বীজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো নতুন জীবন।

কিছুদিন পর সেই ছোট্ট চারাটি বড় হতে থাকে। শিকড় মাটির গভীরে ছড়িয়ে যায়, কাণ্ড শক্ত হয়, ডালপালা বের হয়। একসময় সেখানে গড়ে ওঠে একটি পূর্ণাঙ্গ গাছ। কোনো কোনো গাছে ফুল আসে, কোনো গাছে ফল ধরে, আবার কোনো গাছ মানুষের জন্য ছায়া হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা প্রতিদিন এসব দেখি। এত বেশি দেখি যে এর বিস্ময় অনেক সময় আর অনুভব করি না। অথচ কুরআন আমাদের এই সাধারণ দৃশ্যের মধ্যেই আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন দেখতে শেখায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আর তুমি জমিনকে দেখতে পাও অনুর্বর; অতঃপর যখন আমি তার ওপর পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সব ধরনের মনোমুগ্ধকর উদ্ভিদ।
>
> — সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৫

একটি শুকনো জমি। বাইরে থেকে দেখলে সেখানে জীবনের কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু আল্লাহ যখন তাতে পানি পৌঁছে দেন, তখন সেই মাটিই আবার জীবনের আধার হয়ে ওঠে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

> আর তুমি তাদের জন্য মৃত জমিনের একটি নিদর্শন বর্ণনা করো—আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, যা থেকে তারা আহার করে।
>
> — সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৩৩

কী গভীর একটি দৃশ্য! যে মাটি আমাদের চোখে মৃত বলে মনে হয়, আল্লাহ সেটিকে জীবিত করেন। তার বুক চিরে বেরিয়ে আসে শস্য, ঘাস, ফুল ও নানা ধরনের উদ্ভিদ। মানুষ সেই ফসল থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, পশু-পাখিও তার মাধ্যমে জীবিকা পায়।

একটি বীজের দিকে তাকালে বিষয়টি আরও বিস্ময়কর মনে হয়। একটি ছোট্ট বীজের মধ্যে ভবিষ্যৎ একটি গাছের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। মাটির নিচে থাকা অবস্থায় তার কোনো বাহ্যিক সৌন্দর্য নেই। কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থায় পানি, মাটি, আলো ও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> নিশ্চয়ই আল্লাহ শস্যদানা ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। তিনিই আল্লাহ; অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?
>
> — সূরা আল-আন'আম, ৬:৯৫

শস্যদানা ও আঁটি বিদীর্ণ করে যে আল্লাহ একটি ক্ষুদ্র বীজ থেকে জীবন্ত উদ্ভিদ বের করেন, তিনিই মৃত থেকে জীবিতকে বের করতে সক্ষম। কুরআন প্রকৃতির এই দৃশ্যকে শুধু কৃষি বা খাদ্যের বিষয় হিসেবে দেখায় না; বরং মানুষের চিন্তাকে আল্লাহর ক্ষমতা ও পুনরুত্থানের বাস্তবতার দিকে নিয়ে যায়।

আজ একজন কৃষক মাটিতে বীজ বপন করেন। তিনি মাটি প্রস্তুত করেন, বীজ নির্বাচন করেন, পানি দেন, আগাছা পরিষ্কার করেন এবং ফসলের যত্ন নেন। কিন্তু তিনি বীজের ভেতরে জীবন সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি শুধু উপায় অবলম্বন করেন। অঙ্কুর বের করে আনা, তার বৃদ্ধি ঘটানো এবং শেষ পর্যন্ত ফসল উৎপন্ন করা আল্লাহর সৃষ্টি-ব্যবস্থার অংশ।

এ কারণেই কুরআন মানুষকে তার খাদ্যের দিকেও চিন্তা করতে বলেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> মানুষ তার খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করুক। আমি প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি। তারপর জমিনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করেছি। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙুর ও শাকসবজি, জলপাই ও খেজুর, ঘন উদ্যান এবং নানা ফল ও ঘাস—তোমাদের ও তোমাদের পশুদের উপকারের জন্য।
>
> — সূরা আবাসা, ৮০:২৪–৩২

একবার ভেবে দেখুন—আমাদের প্রতিদিনের খাবার কত দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসে। একটি বীজ মাটিতে পড়ে। বৃষ্টি নামে। অঙ্কুর বের হয়। গাছ বেড়ে ওঠে। ফুল আসে। ফল বা শস্য উৎপন্ন হয়। কৃষক তা সংগ্রহ করেন। এরপর সেই খাদ্য আমাদের ঘরে পৌঁছে যায়।

আমরা হয়তো খাবারের প্লেটে শুধু ভাত, রুটি, ফল বা সবজি দেখি। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে মাটি, পানি, আলো, বীজ, কৃষকের শ্রম এবং সর্বোপরি আল্লাহর নির্ধারিত সৃষ্টি-ব্যবস্থা।

এই কারণেই খাবারের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। একটি দানা শস্যও আমাদের জন্য ছোট কোনো বিষয় নয়।

বীজের মধ্যে আমাদের জীবনের জন্যও একটি সুন্দর শিক্ষা রয়েছে। একটি বীজ মাটির অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকে। বাইরে থেকে মনে হতে পারে, তার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। অথচ ভেতরে ভেতরে সে অঙ্কুরিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মানুষের জীবনেও এমন সময় আসে, যখন মনে হয়—কিছুই এগোচ্ছে না। চেষ্টা করছি, কিন্তু ফল পাচ্ছি না। দোয়া করছি, কিন্তু পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। ভালো হওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু নিজের দুর্বলতা বারবার সামনে চলে আসছে।

সেই সময় একটি বীজের কথা মনে রাখা যায়। সব পরিবর্তন চোখের সামনে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায় না। কখনো পরিবর্তন নীরবে শুরু হয়, তারপর সময়ের সঙ্গে তার ফল প্রকাশ পায়।

তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি—বীজের এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে মানুষের জীবনের প্রতিটি ঘটনার সরাসরি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে নেওয়া ঠিক নয়। বরং এটি আমাদের চিন্তা করার একটি সুযোগ দেয়। আল্লাহ যেভাবে ছোট একটি বীজ থেকে বড় গাছ সৃষ্টি করেন, সেভাবেই তাঁর সৃষ্টি ও পরিচালনার অসংখ্য নিদর্শন আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

একটি গাছ বড় হতে সময় নেয়। আজ বীজ বপন করে আগামীকাল ফল পাওয়া যায় না। কৃষককে অপেক্ষা করতে হয়, পরিচর্যা করতে হয় এবং ধৈর্য ধরতে হয়।

আমাদের নেক আমলের ক্ষেত্রেও ধৈর্যের প্রয়োজন। একটি ভালো অভ্যাস একদিনে তৈরি হয় না। নিয়মিত নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, জ্ঞান অর্জন, উত্তম চরিত্র—এসব ধীরে ধীরে মানুষের জীবনের অংশ হয়ে ওঠে।

আজ সামান্য একটি ভালো কাজ করা হয়তো ছোট মনে হতে পারে। কিন্তু নিয়মিত সেই কাজ করতে থাকলে তার প্রভাব একসময় বড় হয়ে উঠতে পারে।

আর শুকনো মাটিতে বৃষ্টি নেমে যেমন নতুন জীবনের সূচনা করে, তেমনি মানুষের অন্তরও আল্লাহর হিদায়াত পেলে পরিবর্তিত হতে পারে। একটি মানুষ যত দূরেই চলে যাক, আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সুযোগ তার জন্য রয়েছে।

কুরআন আমাদের বারবার আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকাতে এবং চিন্তা করতে আহ্বান জানায়। আকাশ, পৃথিবী, বৃষ্টি, উদ্ভিদ, ফলমূল—এসব শুধু আমাদের ব্যবহারের জিনিস নয়; এগুলো আল্লাহর কুদরত ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

একটি ছোট বীজ তাই আমাদের সামনে কয়েকটি বড় প্রশ্ন রেখে যায়।

> কে এই ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে জীবনের ব্যবস্থা রেখেছেন?
>
> কে তাকে মাটির ভেতর থেকে অঙ্কুরিত করেন?
>
> কে তাকে শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলের ব্যবস্থা দেন?
>
> কে বৃষ্টির পানি পৌঁছে দেন?
>
> আর কে সেই ফসলকে মানুষের রিযিক বানিয়ে দেন?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, তোমরা যে বীজ বপন করো? তোমরা কি তা উৎপন্ন করো, নাকি আমিই উৎপন্নকারী?
>
> — সূরা আল-ওয়াকিআহ, ৫৬:৬৩–৬৪

এই প্রশ্নের উত্তর মানুষ জানে। কৃষক বীজ বপন করেন, কিন্তু বীজের জীবন তিনি সৃষ্টি করেন না। মানুষ চেষ্টা করে, কিন্তু সৃষ্টি ও ফলনের চূড়ান্ত ক্ষমতা আল্লাহর।

তাই কোনোদিন একটি ছোট্ট চারা গাছ চোখে পড়লে একটু থামুন। তার সবুজ পাতার দিকে তাকিয়ে শুধু সৌন্দর্য দেখবেন না। মনে করুন—এই ক্ষুদ্র চারাটিও একজন মহান স্রষ্টার নিদর্শন।

আর যখন নিজের জীবনে কোনো ভালো পরিবর্তন ধীরে ধীরে আসতে দেখবেন, তখনও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। কারণ যেমন একটি বীজের ভেতর থেকে গাছ বেরিয়ে আসে, তেমনি আল্লাহর তাওফিকে একটি ছোট ভালো কাজও একদিন মানুষের জীবনে বড় পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।

একটি বীজ আমাদের শেখায়—জীবন কখনোই অর্থহীনভাবে সৃষ্টি হয়নি। শুকনো মাটির নিচেও আল্লাহ জীবনের সম্ভাবনা রেখেছেন। একটি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যেও তাঁর কুদরতের নিদর্শন রয়েছে। আর আমাদের প্রতিদিনের খাবারের প্রতিটি দানাই স্মরণ করিয়ে দেয়—আমরা কত অসংখ্য নিয়ামতের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছি।

একটি বীজ মাটির অন্ধকার ভেদ করে আলোয় উঠে আসে; আর একজন মুমিনের জীবনও আল্লাহর হিদায়াতের আলোয় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

সূত্র

উদ্ধৃত সূত্রসমূহ

প্রতিটি লেখায় যে সূত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, লেখা অনুযায়ী সেগুলোর তালিকা।

লেখা ১ · বৃষ্টি

- সূরা আশ-শূরা, ৪২:২৮
- সূরা কাফ, ৫০:৯
- সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৫
- সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩:১৮
- সূরা আল-ওয়াকিআহ, ৫৬:৬৮–৭০
- সহিহ আল-বুখারি
- সহিহ মুসলিম

লেখা ২ · একটি ছোট্ট বীজ

- সূরা আল-আনআম, ৬:৯৫
- সূরা কাফ, ৫০:৯–১১
- সূরা আল-ওয়াকিআহ, ৫৬:৬৩–৬৪
- সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিম
- সহিহ আল-বুখারি, সহিহ মুসলিম
- সূরা ইবরাহিম, ১৪:২৪–২৫

লেখা ৩ · বাতাস

- সূরা আর-রূম, ৩০:৪৬
- সূরা আর-রূম, ৩০:৪৮
- সূরা আল-হিজর, ১৫:২২
- সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:৬–৭
- সহিহ মুসলিম

লেখা ৪ · নদীর প্রবাহ ও জীবনের শিক্ষা

- সূরা আর-রা'দ, ১৩:১৭
- সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৩

- সূরা আল-আসর, ১০৩:১–৩
- সূরা ইবরাহিম, ১৪:৩২
- সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:১৫
- সহিহ আল-বুখারি, সহিহ মুসলিম

লেখা ৫ · ভোরের আলো ও ফজরের বরকত

- সূরা আল-ফাজর, ৮৯:১
- সূরা ক্বাফ, ৫০:৩৯
- সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭৮
- সুনান আবু দাউদ, সুনান আত-তিরমিজি (হাদিসটি হাসান)
- সহিহ আল-বুখারি, সহিহ মুসলিম
- সহিহ মুসলিম
- সূরা আল-ইনশিরাহ, ৯৪:৫–৬

লেখা ৬ · রাত ও দিনের পরিবর্তন

- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০
- সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:৬
- অর্থগতভাবে সূরা ইউনুস, ১০:৬৭; সূরা আন-নাবা, ৭৮:৯–১১-এর শিক্ষা
- সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৪০
- সূরা আল-আসর, ১০৩:১–৩
- সহিহ আল-বুখারি
- মিসকাতুল মাসাবিহ - হাদিস নং ৫১৭৪
- সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৬২

লেখা ৭ · শীতের কুয়াশা, গরমের রোদ, বর্ষার বৃষ্টি

- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০
- সূরা আর-রূম, ৩০:৪৮
- সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৫
- সূরা আশ-শারহ, ৯৪:৫
- সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, ৫৬:৬৩–৬৪
- সূরা আর-রা'দ, ১৩:২

লেখা ৮ · সমুদ্রের ঢেউ ও আল্লাহর মহিমা

- সূরা আন-নাহল, ১৬:১৪

- সূরা লুকমান, ৩১:৩২
- সূরা আন-নূর, ২৪:৪০
- সূরা আর-রাহমান, ৫৫:২২
- সূরা আর-রাহমান, ৫৫:১৯–২০

লেখা ৯ · রাতের নীরবতা ও তাহাজ্জুদের আহ্বান

- সূরা আল-মুযযাম্মিল, ৭৩:১–৪
- সূরা আল-মুযযাম্মিল, ৭৩:৬
- সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৬৪
- সূরা আস-সাজদাহ, ৩২:১৬
- সহিহ আল-বুখারি (১১৪৫), সহিহ মুসলিম (৭৫৮)
- সহিহ আল-বুখারি, সহিহ মুসলিম
- সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭৯

লেখা ১০ · ফুলের সৌন্দর্য

- সূরা আল-আনআম, ৬:৯৯
- সূরা আর-রা'দ, ১৩:৩
- সূরা আর-রা'দ, ১৩:৪
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৪৫
- সহিহ মুসলিম, ৯১

লেখা ১১ · মৌসুমী ফল ও আল্লাহর রিযিকের ব্যবস্থা

- সূরা আল-আনআম, ৬:৯৯
- সূরা আর-রা'দ, ১৩:৩
- সূরা আর-রা'দ, ১৩:৪
- সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:৬; সূরা আর-রূম, ৩০:২৪-এর শিক্ষা
- সূরা আর-রাহমান, বারবার পুনরাবৃত্ত আয়াত

লেখা ১২ · পাহাড়

- সূরা আন-নাবা, ৭৮:৬–৭
- সূরা আন-নাহল, ১৬:১৫
- সূরা লুকমান, ৩১:১০
- সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:৩৫
- সূরা ফাতির, ৩৫:২৭

- সূরা আন-নামল, ২৭:৮৮
- সূরা আল-কারিআহ, ১০১:৫
- সহিহ আল-বুখারি, ২৮৮৯; সহিহ মুসলিম, ১৩৬৫

লেখা ১৩ · মৌমাছি ও মধু

- সূরা আন-নাহল, ১৬:৬৮–৬৯
- সূরা আন-নাহল, ১৬:৬৯
- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২
- সহিহ আল-বুখারি, ৫৬৮৪
- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০

লেখা ১৪ · পিঁপড়া

- সূরা আন-নামল, ২৭:১৮
- সূরা আন-নামল, ২৭:১৯
- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২
- সহিহ মুসলিম, ২৬৯৯

লেখা ১৫ · রাত ও দিন

- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০
- সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:৬
- সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৬২
- সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৪৭
- সূরা আন-নাবা, ৭৮:৯
- সূরা আন-নাবা, ৭৮:১১
- সূরা আল-মুযযাম্মিল, ৭৩:৬
- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫
- সহিহ আল-বুখারি, ৬৪১২
- সূরা আল-কাসাস, ২৮:৭৭

লেখা ১৬ · পাখি

- সূরা ক্বাফ, ৫০:৬
- সূরা আল-মুলক, ৬৭:১৯
- সূরা আন-নাহল, ১৬:৭৯
- জামে আত-তিরমিজি, ২৩৪৪

- সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:২
- সূরা আল-আনআম, ৬:৩৮

লেখা ১৭ · মানুষের সৃষ্টি

- সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৭৭
- সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:১২–১৪
- সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৫
- সূরা আন-নাহল, ১৬:৭৮
- সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭০
- সূরা আবাসা, ৮০:২৪
- সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬
- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫
- সূরা আল-ইনশিকাক, ৮৪:৬

লেখা ১৮ · গীবত

- সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১২
- সহিহ মুসলিম, ২৫৮৯
- সূরা কাফ, ৫০:১৮

লেখা ১৯ · নিজেকে সংশোধন

- সূরা আর-রাদ, ১৩:১১
- সূরা আশ-শামস, ৯১:৯
- সূরা আশ-শামস, ৯১:১০
- সহিহ আল-বুখারি, ৫২; সহিহ মুসলিম, ১৫৯৯
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২৩
- সূরা আল-হাশর, ৫৯:১৮
- সূরা আল-বাকারা, ২:২২২

লেখা ২০ · বীজ থেকে বৃক্ষ

- সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৫
- সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৩৩
- সূরা আল-আন'আম, ৬:৯৫
- সূরা আবাসা, ৮০:২৪–৩২
- সূরা আল-ওয়াকিআহ, ৫৬:৬৩–৬৪

প্রকৃতির নিদর্শন

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

লেখক: ইহছানুল হক ছাজিদ



